CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 May, 2021 ■ আগরতলা, ৮ মে, ২০২১ ইং ■ ২৪ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩১৫, মৃত ১জন

এলাকাভিত্তিক লকডাউনের বিষয়ে ভাবছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৭ মে (হি. স.)।। এলাকাভিত্তিক লকডাউনের বিষয়ে ভাবছে ত্রিপুরা সরকার। তবে, প্রয়োজন হলে সারা ত্রিপুরায় লকডাউনের জন্যও প্রস্তুত রয়েছে সরকার। শুক্রবার একথা সাফ জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, এখনই সম্পুর্ন বন্ধ করার মত পরিস্থিতি আসেনি।

এদিন তিনি বলেন, জনবহুল এলাকায় ইতিমধ্যে নৈশকালীন কারফিউ জারি রয়েছে। তেমনি, সংক্রমণ বৃদ্ধির গতি প্রকৃতির দিকে ক্রমাগত নজর রাখা হচ্ছে। তাঁর কথায়, শহর এবং গ্রামীণ বাজার এলাকায় সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমছে তার দিকে প্রতিনিয়ত নজর রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে মাইক্রো ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তাঁর মতে, প্রয়োজনে নির্দিষ্ট এলাকায় কন্টেনমেন্ট জোন বানিয়ে কিংবা এলাকাভিত্তিক লকডাউনের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে। কারণ, সম্পুর্ন রূপে বন্ধ করার পরিস্থিতি আসেনি এখনও। তাঁর সাফ কথা, প্রয়োজনে সম্পূর্ণ লকডাউন-এ প্রস্তুত রয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ ফের তিনশোর গন্ডি পার করে ফেলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩১৫ জন করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। অবশ্য, আবারও নমুনা পরীক্ষার সংখ্যায় বৃদ্ধির কারণেই অধিক মাত্রায় করোনা আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তাতে, দেখা যাচ্ছে, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ফের ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, ১১৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি-ও পেয়েছেন। তবে চিন্তা রীতিমত বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৮৯ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। শুধু তাই নয়, পুর নিগম এলাকায় ২, ৫, ৪৫, ৪৬ এবং ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড সংক্রমণ-এ শীর্ষে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ২১৭৪ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৯১৬ এবং র‍্যাপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৪২৬৭ জন মোট ৫১৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৪৪ জন এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন-এ ২৭১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৩১৫ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১১৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২১৭৪ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৬৮৪৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৪২১২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৪.৯৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯২.৯৯ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০৯ শতাংশ। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪০২ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। শুধু তাই নয়, পুর নিগম এলাকায় ২, ৫, ৪৫, ৪৬ এবং ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড সংক্রমণ-এ শীর্ষে রয়েছে। ফলে, ওই ওয়ার্ড এলাকায় কন্টেনমেন্ট জোন করার চিন্তাভাবনা চলছে। পশ্চিম জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ আবারও দেড় শতকের গন্ডি পার করে ফেলেছে। নতুন করে পশ্চিম জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ১৮৯ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪০ জন, গোমতি জেলায় ৭ জন, ধলাই জেলায় ১০ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩০ জন, উনকোটি জেলায় ১২ জন এবং খোয়াই জেলায় ১৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে, দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতির খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী

আগরতলা, ৭ মে (হি. স.)।। ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপ মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন। প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে করোনা মোকাবিলায় সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

আজ টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টেলিফোনে ত্রিপুরার করোনা পরিস্থিতি এবং তা মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনেছেন। ত্রিপুরাবাসীর কুশল মঙ্গল কামনা করে প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে করোনা মোকাবিলায় সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন সংক্রামিতর সংখ্যা বৃদ্ধির জেরে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। ফলে, পরিস্থিতি যেকোন সময় নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যেতে পারে বলেও আশংকা করা হচ্ছে।

করোনা মোকাবিলায় ১৬৪ জন চিকিৎসক নিয়োগের অনুমোদন রাজ্য মন্ত্রিসভার

আগরতলা, ৭ মে (হি. স.)।। করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগে আজ মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। টিপিএসসি-র মাধ্যমে ১৬৪ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। চলতি মাসেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ-বিষয়ে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, করোনা আক্রান্তদের সেবায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত রয়েছেন চিকিতক-দের ১০ মার্কস ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সম্প্রতি চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগে-র আবেদনে সাড়া দিয়ে এখন পর্যন্ত ৩০৫ জন চিকিৎসক আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় পর্যাপ্ত চিকিৎসক রয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে এমবিবিএস ১১৮টি, হোমিওপ্যাথি ৩টি এবং বিডিএস ২৭টি শূন্যপদ রয়েছে। অন্যদিকে, এমবিবিএস ৯৯৭ জন, হোমিওপ্যাথি ১৮ জন, আয়ুর্বেদিক ৪২ জন এবং বিডিএস ৫৩ জন মোট ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন হাসপাতালে ১১১০ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি মিলিয়ে ২০৫ জন, বিডিএস ৪৮ জন এবং এমবিবিএস ৫ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সংখ্যাক চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা ত্রিপুরা সরকার উপলব্ধি করেছে। তাই, টিপিএসসি-র মাধ্যমে ১৬৪ জন এমবিবিএস চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁর দাবি, চলতি মাসের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। তিনি বলেন, নিয়োগের পরীক্ষায় ১০০ নম্বর এপিআই এবং ১৫ নম্বর ইন্টারভিউ-র জন্য বরাদ্দ থাকবে। তবে, করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিতদের ১০ নম্বর ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার করোনা আক্রান্তদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ পরিকাঠামো গঠনে পাঁচ আধিকারীককে দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। করোনা মোকাবিলায় রাজ্যে সামগ্রিক প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠনে রাজ্য প্রশাসনের পাঁচজন উচ্চপদস্থ আধিকারীককে আট জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্টেট টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

নয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে গোমতী ও দক্ষিণ জেলার দায়িত্বে বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র, উত্তর ও উনকোটি জেলার দায়িত্বে সচিব সৌম্যা গুপ্ত, পশ্চিম ত্রিপুরার দায়িত্বে সচিব কিরণ গিত্তে, খোয়াই ও ধলাই জেলার দায়িত্বে সচিব তনুশ্রী দেববর্মা এবং সিপাহীজলা জেলার দায়িত্বে রয়েছেন সচিব প্রশান্ত গোয়েল। ওই পাঁচ আধিকারীককে প্রতিনিয়ত রাজ্য সরকারকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বায়ু সেনার বিমানে এসেছে ৬০টি অক্সিজেন কনসেন্টেটর

আগরতলা, ৭ মে (হি. স.)।। ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় বায়ু সেনার বিমানে অক্সিজেন কনসেন্টেটর এসে পৌঁছেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা ৬০টি অক্সিজেন কনসেন্টেটর গুয়াহাটি থেকে আগরতলায় এসেছে। আজ সকালে বায়ু সেনার বিমান এএন৩২ বিমানে ওই চিকিতা সামগ্রী এসেছে। তাতে, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তদের চিকিতায় বাড়তি সুবিধা মিলবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বর্তমানে ১৩৯৫টি অক্সিজেন শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। তাতে, শুধু আগরতলায় রয়েছে ৬৪১টি শয্যা। করোনা আক্রান্তদের চিকিতায় সারা দেশেই এখন অক্সিজেনের ঘাটতি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় ওই সমস্যা বিভিন্ন রাজ্য ইতিমধ্যে সমস্যা কাটিয়ে উঠছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বস্তির বৃষ্টিতে জলমগ্ন রাজপথ দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। স্বস্তির বর্ষণে জলমগ্ন হল স্মার্ট সিটি আগরতলার বহু রাস্তা। বর্ষা মরশুম শুরুর আগে ও বর্ষা মরশুমে জল থৈ থৈ চেহারা নতুন নয়। ফ্লাড কন্ট্রোল মেশিন থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় মেশিনের মাধ্যমে জল সরানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বসানো হয়েছে একাধিক পাম্প। কিন্তু সময়ে মেশিনগুলো বা পাম্পগুলো কাজে লাগছে না। যার খেসারত দিতে হয় নগরবাসীকে।

শুক্রবার বৃষ্টির শেষেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সামান্য বৃষ্টিতেই যদি জল জমে যায় তাহলে সবথেকে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ব্যবসায়ীদের। অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি সইতে হয় আরো বেশি। শুক্রবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ঠিক তখনই দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে বৃষ্টি পড়তে থাকে।

এরই মধ্যে মুশল ধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সাথে দমকা হাওয়া। হঠাৎ-ই বৃষ্টির সাথে শুরু হয় ঝড়। ঝড়ে কোন কোন জায়গায় রাস্তায় পড়ে থাকে গাছের ডালপালা। বহু বাড়িঘরেরও ক্ষতি হয়েছে। গাছের ডাল পড়ে ঘরের চালা ভেঙেছে এদিনের ঝড় বৃষ্টির ফলে। দীর্ঘসময় বৃষ্টি হয়েছে, যথেষ্ট ভারী। যেকারণে কম সময়ের মধ্যেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যায়। বিশেষ করে নিচু এলাকায় জল জমে যাওয়ায় বেশি অসুবিধা হয়। এই চিত্র ছিল শকুন্তলা রোড, প্যারাডাইস, আরএমএস, বিদুরকর্তা চৌমুহনি, এডভাইজার চৌমুহনি, মধ্যপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায়।

৪.১৪-লক্ষাধিক সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে মৃত্যু ৩,৯১৫ জনের

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.)।। ভারতে ফের ৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের সংখ্যায় সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ে ভারতে বৃহস্পতিবার সারা দিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ১৮৮ জন। এই সময়ে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৫০৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩,৯১৫ জনের। ভারতে সমানতালে চলছে টিকাকরণও।

শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৬, ৪৯,৭৩,০৫৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭৮,৭৬৬ জন বাড়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৬.৪৫-লক্ষের (১৬.৯৬ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৪,১৪,১৮৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,১৪, ৯১,৫৯৮। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩,৯১৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২, ৩৪,০৮৩ জন (১.০৯ শতাংশ)। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৬৪ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৫০৭ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাপানিয়া ৩০০ বেডের কোভিড সেন্টার পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৭ মে (হি. স.)।। হাপানিয়ায় ৩০০ বেডের করোনা সেন্টার চালু করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার থেকেই প্রায় ২০০ বেডে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়েছে। এদিন এই করোনা সেন্টার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সঙ্গে ছিলেন সরকারের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা।করোনা সেন্টার পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতর এবং সচেতন জনগণের সমন্বয়ের মাধ্যমে করোনা মোকাবিলায় আমরা সঠিক দিশায় অগ্রসর হচ্ছি। হাপানিয়ায় ৩০০ বেডের করোনা কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এখানে ২০০ বেডের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে অক্সিজেন সাপোর্টের ব্যবস্থা রয়েছে শতাধিক বেডে। আজ থেকেই তা চালু হবে।

করোনার চিকিৎসার ক্ষেত্রে জেলায় জেলায় পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন

মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকার পরিকল্পনা করেছে সংশ্লিষ্ট জেলায় যাতে আক্রান্তদের চিকিৎসা করা যায় তা সুনিশ্চিত করা। তার জন্য প্রতিটি জেলায় করোনা চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। গোটা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

তবে জিবি হাসপাতালে অন্যান্য চিকিৎসায় কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিপ্লব দেব বলেন, আগের বার জিবি হাসপাতালের ওপিডি বন্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু যে সময়ে করোনা সংক্রমণ স্তিমিত হয়েছিল সেই সময়ে জিবি হাসপাতালের জয়ন্তী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালাল করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। ক্যাম্পের বাজারের পর এবার লালসিংমুড়া কোভিড সেন্টার থেকে পালালো এক বিচারাধীন বন্দি। বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ঐ বন্দি করোনায় আক্রান্ত হয়। নরুল ইসলাম নামে ঐ অভিযুক্তকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বিশালগড় থানার পুলিশ। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠায়। সংশোধনাগারে সে করোনায় আক্রান্ত হয়। তাকে লালসিংমুড়া কোভিড সেন্টারে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। কোভিড সেন্টারের গ্রিল ভেঙে সে পালায়। তাকে খুঁজতে মাঠে নামে পুলিশ।

করোনা আক্রান্তের চিকিৎসায় ২১৩৭টি শয্যা প্রস্তুত, আরও ৭৭৫টি শয্যা চিহ্নিত ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ৭ মে (হি. স.)।। ত্রিপুরায় বর্তমানে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২১৩৭টি শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। আরও ৭৭৫টি শয্যা চিহ্নিত করা আছে, প্রয়োজনে রোগীর সেবায় ব্যবহার করা হবে। আজ এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় করোনার চিকিৎসায় বর্তমানে মোট ৩৫টি করোনা সেন্টার রয়েছে। তার মধ্যে আইসোলেশন সেন্টার ১৩টি, কোভিড কেয়ার সেন্টার ১৫টি, ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টার ৬টি এবং ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল রয়েছে ১টি। তিনি জানান, ওই কোভিড সেন্টার ও হাসপাতালে মোট ২১৩৭টি শয্যা সম্পুর্ন প্রস্তুত রয়েছে। শুধু তাই নয়, যাবতীয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোভিড কেয়ার সেন্টার, ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টার এবং ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল-এ অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে। তেমনি, কোভিড হাসপাতালে আইসিইউ, ভেন্টিলেটর থেকে শুরু করে ডায়ালাইসিস-র সুবন্দোবস্ত রাখা হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত অক্সিজেনের উৎপাদন হচ্ছে। বোধজংনগর-এ তিনটি প্ল্যান্ট-এ প্রতিদিন ৫২৫টি অক্সিজেন সিলিন্ডার তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়াও, রাজ্যে পর্যাপ্ত অক্সিজেন কনসেন্টেটর রয়েছে। তিনি আজ দাবি করেন, ত্রিপুরায় করোনার টিকাকরণ যথেষ্ট সন্তোষজনক। ফলে, করোনা আক্রান্ত মৃতের হার ত্রিপুরায় কম হবে। তিনি বলেন, ৯৫.৫০ শতাংশ স্বাস্থ্য কর্মী, ৯৬.৬০ শতাংশ সামনের সারির কর্মী, ৭৮.১০ শতাংশ ৬০ বছরের অধিক এবং ৫৮ শতাংশ ৪৫ বছরের অধিক ত্রিপুরার নাগরিকের করোনার টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। যা জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৯১৬ এবং র‍্যাপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৪২৬৭ জন মোট ৫১৮৩ জনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২০৩ ▫ ৮ মে ২০২১ ইং ▫২৪ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের হাতছানি

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিনের পর দিন আমাদের দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমাদের নিজেদেরকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় এর বিষময় ফল সকলকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখন হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।করোনাভাইরাসের মারাত্মক তৃতীয় ঢেউ এড়াইতে পারে ভারত, যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শনিবার একথা জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য বিজ্ঞান উপদেষ্টা কে বিজয়রাঘবন। তিনি বলেন, “যদি আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি তবে তৃতীয় ঢেউ সমস্ত জায়গাতে এড়ানো যাইবে বা প্রকৃতপক্ষে কোথাও না ঘটিতে পারে। তৃতীয় ঢেউ আসা নির্ভর করিবে কী ভাবে স্থানীয় পর্যায়ে, রাজ্যগুলিতে, জেলাগুলিতে ও শহরে নির্দেশিকা কার্যকর করা হইবে তাহার উপর।” যদিও বুধবার তিনি বলিয়াছেন, যে ভাবে সংক্রমণ বাড়িতেছে তাহাতে তৃতীয় ঢেউ অনিবার্য। তবে তাহা কোন পর্যায়ে পৌঁছিবে তাহা স্পষ্ট নয়।

ভারতীয় ”দু’বার পরিবর্তিত রূপ” এবং ব্রিটেন রূপভেদের কারণেই ভারতে সংক্রমণ বাড়িয়াছে বলে মনে করা হইতেছে এই বিষয়ে তিনি বিজয়রাঘবন বলিয়াছেন যে, নতুন স্ট্রেনগুলি সংক্রমণ দ্রুত ছড়াইতেছে তাহাদের মোকাবিলায় টিকারও মানও উন্নত করা দরকার।কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে কার্যত জেরবার দেশ। প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। সংক্রমণ কমার কোনও লক্ষণ নাই।পাল্লা দিয়ে বাড়িতেছে অক্সিজেন ও অন্য ওষুধের চাহিদা। অথচ এরই মধ্যে লাফিয়ে-লাফিয়ে কমিয়াছে টিকাকরণের হার। এত দিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কর্তারা দাবি করিয়াছিলেন, প্রতিষেধকের অভাব নেই। রাজ্যে-রাজ্যে লকডাউন কিংবা বিধিনিষেধের কারণেই টিকাকরণ কম হইতেছে। কিন্তু তাহার হার যে কমছে এবং প্রতিষেধকের অভাবই যে তার অন্যতম কারণ, সেই কথা কার্যত মানিয়া নিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোভিডের থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে দেশের ৩ শতাংশ মানুষেরও সম্পূর্ণ টিকাকরণ (দু’টি ডোজ) হয়নি এখনও। এখন দেখিবার বিষয়ে সরকার এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকার যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হইবে।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত বাসন্তী

বাসন্তী, ৭ মে (হি. স.) : নির্বাচন প্রক্রিয়া মিটতেই আবারো তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বৃহস্পতিবার রাতভর এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় তিনজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। এলকায় অশান্তির খবর পেয়ে রাতেই বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল কাদের হাতে থাকবে তা নিয়েই মূলত দুই পক্ষের মধ্যে অশান্তি নতুন করে শুরু হয়েছে। যদিও এলাকার তৃণমূল নেতার দাবি বিজেপি, আর এস পি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এলাকায় অশান্তির চেষ্টা করছে। বিধানসভা নির্বাচনে বাসন্তীতে তৃণমূল প্রার্থী শ্যামল মন্ডল জয়লাভ করেছে। এরপরেই দীর্ঘদিন ধরে বাসন্তীর ফুল মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যুব তৃণমূলের ইউসুফ আনসারীর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার তোড়জোড় শুরু করেছে মূল তৃণমূল কর্মীরা। আর সেই কারণেই বৃহস্পতিবার রাতে এলাকায় যুব তৃণমূলের লোকজন তথা ইউসুফ আনসারীর লোকেরা বোমাবাজি করেছে বলে অভিযোগ। বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ নং সরদার পাড়া এলাকায় এই ঘটনায় রাত থেকেই উত্তেজনা ছড়ায়। সুত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী যখন বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিল, অভিযোগ সে সময় তাদের উপর আচমকা চড়াও হয় যুব তৃণমূলের লোকজন। বোমা ও গুলি বর্ষন করে। এই ঘটনায় তিনজন আহত হন। তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী ব্লক গ্রামীন হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে শুক্রবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এ বিষয়ে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই যুব তৃণমূল নেতৃত্ব ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

কলকাতার মাড়োয়ারি হাসপাতালে অক্সিজেন সঙ্কটের অভিযোগ

কলকাতা,৭ মে (হি স): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠছে চিকিৎসায় গাফিলতি থেকে অক্সিজেনের অভাবের অভিযোগ। এরই মাঝে শুক্রবার কলকাতার মাড়োয়ারি হাসপাতালে অক্সিজেন সঙ্কটের অভিযোগ।

করোনা কাঁটায় একপ্রকার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে সকলের। এরই মাঝে অভিযোগ উঠেছে, কলকাতার মাড়োয়ারি হাসপাতালে অক্সিজেনের সঙ্কটের। একদিকে যখন করোনা কাঁটায় নাজেহাল অবস্থা হচ্ছে সকলের। অক্সিজেন সঙ্কট দেখা দিতেই উদ্বেগে চিকিৎসকরা।

শপথ নেওয়ার পরেই করোনা আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিনপুরের বিধায়ক

ঝাড়্গাম, ৭ মে (হি. স.) : বিধায়ক পদে শপথ নেওয়ার পরেই করোনা আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিনপুরের বিধায়ক। আক্রান্ত পারিবার গুলিকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সমগ্রী যুব নেতাদের পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা। আর সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই আক্রন্ত পরিবারগুলির বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন যুব তৃণমুল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি হিমাংশু দত্ত। শুক্রবার করোনা আক্রন্ত পরিবার গুলিকে চাল, ডাল, আলু সহ অন্যান্য সবজি ও ভুষিমাল বাজার পৌছে দেন হিমাংশু বাবু। উল্লেখ্য করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে গ্রামের মানুষজনেরা বেশির ভাগ আক্রান্ত হচ্ছেন। তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য পাড়ার দোকান, বাজার, হাটে যাচ্ছেন আক্রান্ত পরিবার গুলির মানুষেরা। যার ফলে সংক্রমনের হার বাড়ার আশঙ্কা তৈরী হচ্ছে। আক্রান্ত পরিবার গুলি যাতে বাড়ি থেকে না বের হয় তার জন্য যুব তৃণমূলের নেতারা আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসছেন। এদিন জামবনী ব্লকের চিল্কীগড় অঞ্চলের টুলিবড় গ্রামে করোনা আক্রান্ত পারিবার গুলিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভুষিমাল, সবজি পৌছে দেন। চিল্কীগড় অঞ্চলের যুব তৃণমুলের সভাপতি হিমাংশু দত্ত বলেন,’ বিধায়ক তথা রাজ্য যুব তৃণমুল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দেবনাথ হাঁসদার নির্দেশ পাওয়ার পরেই আমরা আক্রান্ত পরিবার গুলিকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী, ঔষধ, ভুষিমাল, সবজি দিয়ে আসছি। আর তারা যাতে বাড়ির বাইরে না যায় তা বলছি। প্রয়োজন হলে খবর দিলে আমরা সব রকমের ব্যবস্থা করবো।’

উল্লেখ্য ওই এলাকায় করোনা আক্রন্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও রয়েছে বলে স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে রোজদিনেই হু হু করে বাড়ছে ঝাড়্গাম জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমনকি রোজেই ঝাড়্গাম কোভিড হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে। যদিও স্বাস্থ্যদফতরের বুলেটিনে সেই তথ্য উঠছে না বলে অভিযোগ সাধারন মানুষজনের। রাজ্য স্বাস্থ্যদফতরের বুলেটিনের তথ্য অনুযায়ী নতুন করে একদিনে ঝাড়্গাম জেলায় আক্রান্ত হয়েছে ১১৭ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪২৭২ জন। আক্রান্ত রয়েছেন ৬৩০ জন। যার মধ্যে ঝাড়্গাম কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে জন। আর করোনাকে হার মানিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৬১৯ জন। মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের। যদিও করোনার দ্বিতীয় ঢেউএ মৃত ব্যক্তিদের তথ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে নেই বলে অভিযোগ। এবিষয়ে বিনপুর বিধনসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য যুব তৃণমুল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা বলেন,’ আমরা সব সময় জঙ্গলমলের মানুষের পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকবো। আমি সব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের কাছে আবেদন করছি রাজনৈতিক হিংসা, অশান্তি ভুলে আসুন আমরা সবাই মিলে এক সাথে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করি। ঝাড়্গামের এক সুন্দর করে পরিবেশ গড়ে তুলি।’ হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

এবারে বিধানসভা জুড়ে শাসক দলে আরও বেশি অর্ধেক আকাশ

অশোক সেনগুপ্ত

বিধানসভায় একটি ব্লকে প্রেস গ্যালারির চার সারি সামনে নির্দিষ্ট আসনে পাশাপাশি বসতেন ওঁরা তিন কন্যা। কথোপকথন হত মূলত নিজেদের মধ্যেই। পারতপক্ষে অন্যদের সঙ্গে কথা হত খুব কমই।

ওই তিনজনের, মানে তৃণমূলের তিন তারকা প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশ্রী রায় ও বৈশালী ডালমিয়ার জুটি এবার ভেঙে গেল। নয়না জিতেছেন চৌরঙ্গী কেন্দ্র থেকে। দেবশ্রী বিতর্কে পড়ে এবার আর টিকিট পাননি। বৈশালী বিজেপি-তে গিয়ে টিকিট পেলেও জিততে পারেননি।

মহিলা বিধায়কদের মধ্যে গতবারের মত এবারও তৃণমূলের জয়জয়কার। পুরনো অনেক মুখ এবার আর বিধানসভায় দেখা যাবে না। পরিবর্তে আসবে বেশ কিছু নতুন মুখ। ভোটের সার্বিক ফলাফলে তৃণমূল ২১৩, বিজেপি ৭৭, আইএসএফ ১। ২০১৬-তে মোট মহিলা বিধায়ক ছিলেন ৪০। এর মধ্যে তৃণমূলের ২৯, সিপিএম ৬, কংগ্রেস ৪, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ১। এবার পশ্চিমবঙ্গে মহিলা বিধায়কের সার্বিক সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকলেও তৃণমূলের মহিলা বিধায়ক বেড়ে হয়েছে ৩৩। গত বিধানসভার মাঝপর্বেই সাংসদ হয়ে বেড়িয়ে যান তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র। এবার ভোটে টিকিট পাননি মালা সাহার মত কিছু মহিলা বিধায়ক। এরকমই একজন সোনালি গুহ। প্রার্থী হতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে যোগ দেন বিজেপি-তে। তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসে পুরনোদের স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর তিন দশকের ওপর ছায়াসঙ্গী সোনালি গুহ কি সেই ডাকে সাড়া দেবেন? প্রশ্নের জবাবে এই প্রতিবেদককে বললেন, “না। সেই প্রশ্নই উঠছে না।“ ২০০১-এ প্রথম বিধায়ক হন সোনালি। দু’দশক বাদে আর বিধায়ক নন। এবার আর বিধানসভায় থাকছেন না। খারাপ লাগছে? সোনালি জানান, “পুরনো আরও কয়েকজনও নেই। ঠিক আছে। আমি এখন বিজেপি-রই কাজ করব।“

গত ৫ মার্চ তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁর দল ৫০টি আসনে মহিলা প্রার্থী দিয়েছে। তাঁদের ৩৩ জন আসন নেবেন বিধানসভায়। বিদায়ী মন্ত্রিসভার তিন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শশী পাঁজা (শ্যামপুকুর), চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (দমদম উত্তর), অসীমা পাত্র (ধনেখালি) ছাড়াও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র (মানিকচক) বা সাবিনা ইয়াসমিন (মোথাবাড়ি), শিউলি সাহা (কেশপুর)-র মত পুরনো কিছু মুখ এবার পুনর্নবাচিত হয়েছেন। বিজেপি-র মহিলা বিধায়ক থাকবেন ৭ জন।

নতুন মহিলা মুখের মধ্যে আছেন তৃণমূলের রাজনৈতিক তারকা রত্না চট্টোপাধ্যায় (বেহালা পশ্চিম)। রত্নার কাছে বিধানসভা অবশ্য পারিবারিকভাবে খুবই ঘনিষ্ঠ। তাঁর বাবা দুলাল দাস গতবারের মত এবারেও বিধায়ক হয়েছেন। মা কস্তুরী দাসও বিধায়ক ছিলেন। স্বামী শোভন চ্যাটার্জি অনেক দিনের প্রাক্তন বিধায়ক।

তৃণমূলে নয়া বিধায়কদের মধ্যে নজর কাড়বে সেলয়েডের তারকা জুন মাল্য (মেদিনীপুর), লাভলি মৈত্র (সোনারপুর দক্ষিণ), বীরবাহা হাঁসদা (ঝাড়গ্রাম), শিল্পী অদিতি মুন্সি প্রমুখ। প্রাক্তন অভিনেত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এঁদের সকলের উপস্থিতি নজর কাড়বে বিধানসভায়।

একেবারে নিস্প্রভ নয় বিরোধী মহিলা শিবিরও। বিজেপি-র কোচবিহারের লড়াকু নেত্রী মালতী রাভা (তুফানগঞ্জ), বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী তথা ফ্যাশন ডিইনার অগ্নিমিত্রা পাল, মন্ত্রী গৌতম দেবকে হারিয়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া শিখা চট্টোপাধ্যায় (ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি), শ্রীরূপা মিত্র (ইংরেজবাজার), সুনীতা সিংহ (কাঁথি উত্তর), চন্দনা বাউরি (শালতোরা)।

এবারের ভোটে তৃণমূলের মহিলা প্রার্থী বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ কিছু জেলায় তাঁদের সাফল্য। যেমন, কলকাতা (২ মহিলা প্রার্থীর ২ জনই জয়ী), পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় (৪-এ ৪), হাওড়ায় (২-এ ২), পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমানে (১-এ ১)। অর্থাৎ, এই জেলাগুলোয় আসনের নিরিখে মহিলা প্রার্থীদের সাফল্য ১০০ শতাংশ। তৃণমূল সবচেয়ে বেশি মহিলা প্রার্থী দিয়েছিল উত্তর ২৪ পরগণায় ৭ জন। জিতেছেন ৬ জন। হুগলি ও মালদহে পাঁচ মহিলা প্রার্থীর মধ্যে জিতেছেন যথাক্রমে ৪ ও ৩।

নির্বাচনে তৃণমূলের মহিলা প্রার্থীদের খারাপ ফল হয়েছে বাঁকুড়ায় (৫-এ ১)। অন্যদিকে, অন্তত পাঁচ জেলায় বিজেপি-র মহিলারা আশানুরূপ ফল করতে পারেননি। মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনীপুর ও কলকাতায় বিজেপি মহিলা প্রার্থী দিয়েছিল যথাক্রমে ৪, ৪, ৩, ৩ ও ২। এগুলোর একটি আসনও বিজেপি-র ঝুলিতে আসেনি। সাংসদ তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সহ সভাপতি ভারতী ঘোষের মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেত্রী হেরে গিয়েছেন। হেরেছেন শ্রাবন্তী-পায়েল-তনুশ্রী-পার্ণো-অঞ্জনার মত অভিনেত্রী প্রার্থীরাও।

প্রসঙ্গত, এবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী বাংলায় পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার ১০০০:৯৫৬। অর্থাৎ হাজার জন পুরুষ-পিছু মহিলা ৯৫৬। জনগণনার আনুপাতিক হারকে পিছনে ফেলে দিয়েছে এটা। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী এই হার ছিল ১০০০:৯৫০। ২০১৯ সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী পুরুষ-মহিলার অনুপাত ছিল ১০০০:৯৪৯। ২০১৮-য় ছিল ১০০০:৯৪২। শেষ তিন বছরে এই বৃদ্ধির হার সাত।

সব মিলিয়ে, সপ্তদশ সরকারের বিধানসভা অধিবেশনে নজর কাড়বেন মহিলারা। অর্ধেক আকাশ এবার আরও সম্প্রসারিত, আরও নজরকাড়া। শনিবার বসছে নয়া বিধানসভার প্রথম অধিবেশন।

নতুন শ্রম আইনে নেই শুধু শ্রমিকের স্বার্থ ও সুরক্ষা

শোভনলাল চক্রবর্তী

যে কোনও সরকারি পরিকল্পনার সঙ্গে বহু মানুষের স্বার্থ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে। ওই প্রকল্পের কেন্দ্রে যদি উপযুক্ত প্রতিনিধি না থাকে তবে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্তের ভালো মন্দ বিচারের বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ভারতে গত পাঁচ বছরে এই সমস্যা প্রায় পদে পদে মানুষ টের পেয়েছেন। বিমুদ্রাকরণ হয়েছিল, কিন্তু যে বিরাট পরিমাণ অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষ এর ফলে প্রভাবিত হবেন, তাঁদের অন্ধকারে রেখে। জিএসটি চালু করার আগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আশঙ্কা কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। লকডাউন হলে পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার কী হবে শাসন ব্যবসথার এত বিকেন্দ্রীকরণ সত্ত্বেও কেউ জানতে চাননি। কৃষি বিলে অসংখ্য কৃষকের চাহিদার প্রতিফলন হয়নি করাণ কেউ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেননি। একইভাবে শ্রম আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনের প্রস্তাব চলে গেছে বাতিল কাগগজের ঝুড়িতে, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। সংসদীয় গণতন্ত্রে এতসব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে ও যথোচিত আলোচনার জায়গা পাচ্ছে না, যাদের নিয়ে আইন তারাই সেখান ব্রাত্য হয়ে পড়ছেন, নোয়াম চমস্কি যাকে বলেছেন ‘ভয়েস অভ স্টেক হোল্ডার’— সেটা না থাকা কিন্তু এখ গভীর সংকটের অশনি সংকেত। জানুয়ারি ২০২১-এ গৃহীত শ্রম আইনের চারটি কোডের মধ্যে নাকি ৩৯টি পূর্বতন আইন মিশে গিয়েছে। এই চারটি কোড হল- ১) বেতন কাঠামো বিষয়ক, ২) শিল্প সম্পর্কে বিষয়ক, ৩) সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক এবং ৪) কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও কাজের পরিবেশ বিষয়ক। চলতি মাসে এই নতুন শ্রম কোড চালু করার পরিকল্পনা করছেন কেন্দ্রীয় স রকার। অনেকে ভেবেছিলেন আর্থিক সংকটের কথা মাথায় রেখে নতুন কোডে শ্রমিকদের সুবিধা দেওয়া হবে। বাস্তবে হয়েছে ঠিক বিপরীত। বিশেষ করে এমন এখটা সময়ে যখন কর্মসংস্থান তলানিতে। এর উপরে স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ মেনে শিল্প সম্পর্ক নামক কোডে অন্তর্ভক্ত হয়েছে কোম্পানির তরফে স্থায়ী ভিত্তিতে কী নির্দিষ্ট নীতিগত সংস্থান হয়েছে, সেই বিষয়টিও। নতুন ব্যবস্থায় অন্তত ৩০০ কর্মী না থাকলে সরকারের কাছে নীতি ঘোষণার আর কোনো প্রয়োজন নেই। এই সংস্থাগুলোতে প্রায় যে কোনো ব্যবস্থা। চলতে পারে। অথচ দেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানই যে সব থেকে বেশি তা তো অজানা নয়। আর আছে ইন্সপেক্টর ব্যবস্থা যারা গিয়ে দেখবে যে সংস্থা নিয়ম মানছে কিনা, যেমন বেতনের ক্ষেত্রে একটা সর্বনিম্ন হার ঠিক করে দেবে কেন্দ্র এবং তার সাহায্যে কোম্পানি নির্ধারণ করবে ন্যূনতম বেতন, কিন্তু তা বাস্তাবায়িত হওয়া প্রশ্নাতীত নয়। এই পদ্ধতি যে আবার ইন্সপেক্টর রাজ তৈরি করবে তা এক প্রকার নিশ্চিত, আর তার সঙ্গে বাড়বে নুর্নীতি আর ঘুষের প্রসার। এই সরকারই নাকি আবার দুর্নীতি দমন করবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য কর্পোরেট সংস্থা সামাজিক দায়িত্ব তহবিল থেকে ১-২ শতাংশ হারে অনুদান দেবে, কিন্তু সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক খরচ তো প্রদেয় কর নয়, এতো যা বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় তা মুনাফা করতে চাওয়া কোম্পানির পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ। দাতা কর্ণের তো আর তেল পরিশোধের ব্যবস্থা ছিল না। যে সংস্থাগুলো অন্তত ৫০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী রাখে তারা কর্মীর ১৫ দিনের বেতন দান করবে কর্মীর দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, তবে যদি ছাঁটাই করে দেওয়া হয় তবেই। এই উদ্দেশ্যে অন্য সাহায্য নাকি দেওয়া হবে, যার না আছে নিশ্চয়তা, না নির্দিষ্ট কোনও হার। সরকারের মন্ত্রকগুলোর মধ্যে যে সমন্বয়ের কত অভাব তা বোঝা যায় যখন বাজেট বক্তৃতার কোথাও শ্রম আইন বিষয়ক কোনও আলোচনা উপস্থিাপিত হয় না, এবং বেসরকারি ব্যবস্থার অনুদান নির্ভর না হয়ে সামান্য ট্যাক্সের সাহায্যে এইসব লক্ষ্যপূরণের কোনও সদিচ্ছা দেখা যায় না। গত দু’দশকে ভারতের উৎপাদন সংস্থাগুলোতে মিলিতভাবে মোট কর্মীদের বেতন কমেছে ৩০ শতাংশ আর মুনাফা বেড়েছে প্রায় সমপরিমাণ। স্পষ্টতাই বুদ্ধির সুফল সরকারি মধ্যস্থাতায় হাত বদলেছে। এসবকে উন্নত দেশের পরিচয় ভেবে যাঁরা উঁচু গলায় সওয়াল করছেন তাঁদেরজেগে ঘুমানোর দিন কিন্তু দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ভাবতে অবাক লাগে, পরাধীন দেশের প্রথম শিল্প ধর্মঘট হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে ১৮৬১ সালে, আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে, আর তার ১৫ বছর পর নাগপুর এমপ্রেস মিলে, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিধানসভায় এসেও দুই বিজেপি বিধায়ক শপথ না নেওয়ায় জল্পনা

বিজেপির দুই সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও নিশীথ প্রামাণিক শুক্রবারও শপথ নিলেন না। ফলে জল্পনা দেখা দিয়েছে।

একুশের যুদ্ধের হার-জিত নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে প্রায় ৫ দিন আগে। গতকাল ও এদিন ছিল রাজ্য বিধানসভা ভবনে নবনির্বাচিত ২৯১জন বিধায়কের শপথ গ্রহণের দিন। কিন্তু সেই শপথ গ্রহণের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে দেখা গেল ২৮৯জন বিধায়ক শপথ নিয়েছেন। ২জন বিধায়ক শপথে নেননি। এই দুইজনের প্রথমজন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও দ্বিতীয়জন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। জগন্নাথবাবু বিতর্কিত বেশ কিছু ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হলেও নিশীথ কার্যত কোচবিহারে বিজেপির মুখ হয়ে উঠেছেন। এবারে দুইজনই বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন। জগন্নাথবাবু জিতেছেন নদিয়া জেলার শান্তিপুর থেকে ও নিশীথবাবু জিতেছেন কোচবিহার জেলার দিনহাটা থেকে। তাই তাঁরা দুইজনই এখন সাংসদ ও বিধায়কও। কিন্তু দুইজনই বিধানসভায় এসে বিধায়ক হিসাবে শপথ না নেওয়ায় জোর জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে। নিয়মানুসারে নিশীথবাবু ও জগন্নাথবাবু দুইজনই আগামী ৬ মাস পর্যন্ত সাংসদ ও বিধায়ক পদ ধরে রাখতে পারবেন। কিন্তু তার মধ্যেই এই দুটি পদের মধ্যে যে কোনও একটি থেকে তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে। তাঁদের ছেড়ে দেওয়া আসনে আবারও নির্বাচন হবে, যা উপনির্বাচন হিসাবেই চিহ্নিত হবে। আর এখানেই বেঁধেছে গোল।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, জগন্নাথ ও নিশীথ দুইজনই সাংসদ পদ ছাড়তে নারাজ। কার্যত তাঁরা বিধানসভা নির্বাচনেও লড়তে চাননি। দল থেকেই তাঁদের জোর করে ভোটে প্রার্থী করা হয়েছিল। সেই ভোটযুদ্ধে দুইজনই জিতেছেন তবে নিশীথবাবু জিতেছেন মাত্র ৫৭ ভোটে।

এই অবস্থায় নিশীথবাবু ও জগন্নাথবাবু কেউই সাংসদ পদ ছাড়তে চান না। কেননা এই পদে থাকলে বেশি ক্ষমতা ভোগ করার পাশাপাশি বেতনও অনান্য সুযোগ-সুবিধাও বেশি পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ভাবেও জেলার রাজনীতিতে বেশ ভালই ছড়ি ঘোরানো যায় যা বিধায়ক হয়ে গেলে আর ধরে রাখতে পারবেন না নিশীথবাবু ও জগন্নাথবাবু। তাই তাঁরা পদ ছাড়তে নারাজ। কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সঙ্ঘ পরিবার উভয়েই চাইছে এই দুইজনই বিধায়কের দায়িত্ব পালন করুক, সাংসদ পদ থেকে অব্যাহতি নিন। এর পিছনেও কারন রয়েছে। এই দুই আসন থেকে দুই বিধায়ক ইস্তফা দিলে সেখানে উপনির্বাচন হবে। সেই উপনির্বাচনে বিজেপি যে জিতবেই তেমন কথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারছে না। বরঞ্চ উপনির্বাচনে এই দুই আসনে তৃণমূলের জয়ের সম্ভাবনাই দেখছেন সকলে। কিন্তু নিশীথবাবু কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র থেকে ও জগন্নাথবাবু রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে ইস্তফা দিলে সেখানে যদি উপনির্বাচন হয় তাহলে সেখানে বিজেপি জিতে যেতে পারে। কেননা একুশের ভোটযুদ্ধে ওই দুই লোকসভা কেন্দ্রেই বিজেপি বেশ ভালো ভোটেই এগিয়ে রয়েছে। সূত্রের খবর, এই অবস্থায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসাব কষেই চাইছে নিশীথবাবু ও জগন্নাথবাবু তাঁদের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিধায়ক পদ ধরে রাখুন। তাতে ৪টি আসনই বিজেপি ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু তাতে নারাজ জগন্নাথ ও নিশীথ। আর তার জেরেই তাঁরা দুইজনই সম্ভবত বিধানসভায় এসে শপথ নেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন।

এখন এর সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে গেরুয়া শিবিরে মতবিরোধের জেরে দুই সাংসদই তলায় তলায় যোগাযোগ করছেন তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে ঘাসফুল শিবিরে যোগদান করার জন্য। অন্তত সূত্রের খবর তেমনটাই। যদিও রাজ্যব বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই জল্পনা কল্পনা উড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, দুই সাংসদই নিজ নিজ এলাকায় করোনার কাজে ব্যস্ত আছেন। তাই তাঁরা নিজ নিজ সময়মতন বিধানসভা ভবনে এসে শপথ নিয়ে যাবেন।

আক্রান্ত তৃণমূল নেতা উয়দন গুহকে আনা হচ্ছে কলকাতায়

ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে একুশের ভোট। প্রকাশিত হয়েছে ফলও।ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন বিরোধী দলের কর্মী সমর্থক। আক্রান্তের তালিকায় আছেন শাসক দলও।গতকাল আক্রান্ত হন দিনহাটায় তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ। এরই মাঝে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা উয়দন গুহকে আনা হচ্ছে কলকাতায়। শুক্রবার এমনটাই জানান তৃণমূল নেতার ছেলে।অভিযোগ উঠেছ, বৃহস্পতিবার দুপুরে দিনহাটায় তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহর উপর হামলা হয়। আর তাতেই আহত হন উয়দন গুহ। তাঁর হাতের আঘাত গুরুতর তা। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদয়ন গুহ ছেলে সায়ন্তন গুহ বলেন, ” শনিবার তৃণমূল নেতাকে সড়ক পথে নিয়ে আসা হবে বাগডোগরা। সেখান থেকে বিমানে কলকাতায় আনা হবে। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা হলেও তৃণমূল নেতার হাতের হাড় যেভাবে ভেঙেছে তাতে সেই দিনহাটায় সেটার সঠিক চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সেবা দলের প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিন পালন করা হয় শুক্রবার আগরতলা। ছবি ঃ নিজস্ব

শান্তি ফেরানো ও শ্রমজীবী মানুষদের বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এসইউসিআই (সি)-র

কলকাতা,৭ মে (হি.স.):নির্বাচন পরবর্তী হিংসা বন্ধ করা এবং শ্রমজীবী মানুষদের বাঁচার মতো সাহায্য দেওয়ার আর্জি জানাতে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল এসইউসিআই (সি)।

দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্যর চিঠির মূল বিষয় ছিল (১) নির্বাচন পরবর্তী হিংসা বন্ধ করতে স্থানীয় স্তরে ''নাগরিক কমিটি'' গঠন এবং (২) করোনা সংক্রমণ রোধে ট্রেন বন্ধ থাকায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধান এবং হকার, পরিচারিকা ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে বাঁচার মতো সাহায্য প্রদান।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, "এ রাজ্যে তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আপনি নির্বাচন পরবর্তী হিংসা বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করার পরও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক হিংসা, ঘর জ্বালানো, লুঠ ও হত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে।

আমরা মনে করি, বিগত কয়েক মাস ধরে, বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারের সময়ে বিভিন্ন দলের নেতাদের লাগাতার প্ররোচনামূলক বক্তব্য ও হুমকির বিষাক্ত ফল এই নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক হিংসা। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল, বর্তমান পরিস্থিতিতে উপর থেকে সরকারের আবেদন বা শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপের দ্বারাই হিংসা বন্ধের চেষ্টা কার্যকর হবে না। তাই, স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সমাজসেবী সংগঠন, ক্লাব, এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে ''নাগরিক কমিটি'' গঠন করে প্রশাসনের সহযোগিতায় হিংসা বন্ধ করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আশা করি আপনি এবিষয়ে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সাথে সাথে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে লোকাল ট্রেন বন্ধ করার যে ঘোষণা করা হয়েছে, তার ফলে যেসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কেও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ ট্রেন বন্ধ হলেও যেহেতু সরকারি-বেসরকারি অফিস সহ নানা ক্ষেত্রে কাজ চালু রয়েছে, তাই যারা অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে আসছেন, তাদের অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে বাসে বা অন্য পরিবহনে ভিড়ে ঠাসা অবস্থায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। যে সংক্রমণ প্রতিরোধের কারণে ট্রেন বন্ধ করা হচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় অন্যান্য পরিবহনে সেই পারস্পরিক দূরত্ব-বিধি না মানায় সংক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় আমাদের প্রস্তাব, সমস্ত রকম স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে সীমিত সংখ্যায় হলেও লোকাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা সহ অন্যান্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। দ্বিতীয়তঃ লোকাল ট্রেন বন্ধ হওয়ায় রেল-হকার, বিপুল সংখ্যক গৃহ-পরিচারিকা ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কর্মহীন এই মানুষদের বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, মাস্ক-সাবান-স্যানিটাইজার ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি।"

সোনারপুরে ফের আক্রান্ত তৃণমূল

সোনারপুর, ৭ মে (হি. স.) : আবার আক্রান্ত তৃণমুল। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর উত্তর বিধানসভার খেয়াদহ এলাকায়। এই কেন্দ্রে তৃণমূল জিতলেও খেয়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশী ভোট পায় বিজেপি। তারপর থেকেই এলাকায় নানান জায়গায় বিজেপি সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। খেয়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরপুরে তৃণমূল কর্মী গৌতম মন্ডলকে মারধর করা হয়। মারধর করা হয় বাড়ির মহিলাদেরকেও। ছাড় পায়নি এক প্রতিবন্ধী নাবালিকাও। তারা তৃণমূলকে ভোট দেওয়াতেই এই হামলা বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় নরেন্দ্রপুর দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি কর্মী দুধকুমার মন্ডল, সুশীল মন্ডল, বিশ্বজিৎ মন্ডল ও মনোজিত মন্ডল এদের বিরুদ্ধে মারধর করার অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয়েছে বাড়ি ও ঠাকুরঘর।

মালদার দুই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর রাজনৈতিক কাজিয়া

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : শুক্রবার সাত সকালে মালদা একটি গাছে দুই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দুই যুবকের পরিবারের দাবি, কেউ বা কারা খুন করে তাঁদের গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

ঘটনাস্থল জেলার সদর মহকুমার মোথাবাড়ি থানার উত্তর লক্ষীপুরের অঞ্চলের কালাচাঁদটোলা গ্রামে আমবাগানে। এ দিন বেলা সাড়ে ১১টার আগেই বিজেপি-র মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানানো হয়, "একই পরিবারের দুটি সন্তানকে কেড়ে নিল তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। মায়ের কোল খালি করে দিল। মোথাবাড়ির ৫২ বিধানসভা অন্তর্গত উত্তর লক্ষীপুর জিপি, কালাচাঁদ টোলা গ্রামে মনোজ মন্ডল (২১) ও চৈতন্য মন্ডলকে (১৯) মেরে নৃশংসভাবে গাছে ঝুলিয়ে দিল তৃণমুল।" বক্তব্যের সমর্থনে কিছু ছবিও পেশ করা হয়। কিন্তু পুলিশ দাবি করে, ওই ঘটনায় রাজনীতির ছোঁয়া নেই। তেমনি দুই যুবককে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার তত্ত্বও সবাই চট করে মানতে পারছেন না। বিশেষ করে গোটা ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে সেখান থেকে চার-পাঁচশো মিটার দূরেই দুই যুবকের বাড়ি। গ্রামবাসীরাই জানিয়েছেন দুই যুবকই কার্যত হরিহর আত্মা ছিল। দুইজনই একে অপরকে ছেড়ে থাকতে চাইতো না যা নিয়ে দুই পরিবারেই আপত্তি ছিল। তাই এখন অনেকেই মনে করছেন দুই যুবকের মধ্যে গভীর কোনও সম্পর্ক ছিল যা হয়তো পারিবারিক ভাবে বা গ্রামীণ রক্ষণশীল সমাজে চট করে কেউ মেনে নেবে না ধরে নিয়েই এই চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে তাঁরা।

এদিন যে দুই যুবকের দেহ উদ্ধার হয় তাঁরা হল মনোজ মণ্ডল (১৮)ও চৈতন্য মণ্ডল (১৭)। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, তাঁরা দুজনেই খুব ভালো বন্ধু এবং মনোজ মণ্ডল পড়াশোনায় খুব ভালো। পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার থেকে উঠে আসা মনোজ মণ্ডল ৪৯১ নম্বর পেয়ে কালিয়াচক-২ ব্লকের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হয়েছিল। কিন্তু গোটা মোথাবাড়ি এলাকায় প্রথম হয়েও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের চরম বাধা হয়ে উঠে তার দারিদ্রতা।

এদিন ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ দুটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বিজেপি-র দাবি, গত বছর দুই ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দলের বহু কর্মী-সমর্থক খুন হয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে নানাভাবে দোষীদের আড়াল করে তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে নানা সময়ে প্রতিবাদ-আন্দোলনও হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশের বক্তব্য, তদন্তের স্বার্থে গ্রামের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করে। এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক অনুমান খুন নয়, দুই যুবক আত্মহত্যাই করেছে। তবে সব রকমের সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আনন্দ বর্মণের বাড়ির লোকদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : "বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে, তবেই সাহায্য নেব।"" ভোটের সময় এই কথাতেই আটকে ছিল শীতলকুচিতে দুষ্কৃতীদের হাতে মৃত আনন্দ বর্মণের পরিবারের লোকজন। কিন্তু তৃতীয়বার বাংলার ক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস আসার পরই বদলে গেল তা। শেষমেশ আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া'' সরকারি চাকরিও নিতে রাজি আনন্দের পরিবার।

শীতলকুচির পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায় এদিন আনন্দের মা, দাদা ও মামাকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষতিপূরণ নিতে প্রস্তুত বলে জানালেন তাঁরা। চতুর্থ দফার নির্বাচনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উঠেছিল শীতলকুচি। জোরপাটকি এলাকায় সাধারণ ভোটারদের ওপর সিআরপিএফের গুলি চালনার অভিযোগ ওঠে। তাতে মৃত্যু হয় চার গ্রামবাসীর। আধা সামরিক বাহিনীর তরফে গুলিচালনার কথা স্বাকীর করে নেওয়া হয়। তবে বলা হয়, আত্মরক্ষার্থেই গুলি চালাতে হয়েছিল কর্তব্যরত সিআরপিএফ জওয়ানদের।

যদিও এর আগে সকালেই কয়েকজন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে ভোটে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা আঠারো বছরের আনন্দ বর্মণকে গুলি করে চম্পট দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আনন্দের দাদা গোবিন্দ বর্মণ বিজেপি কর্মী হওয়ায়, তাঁরা অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ওই দিন মৃত ৫ জনের পরিবারকেই ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আনন্দের পরিবার তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই নিতে রাজি হয়নি। জানিয়েছিল, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে তবেই সাহায্য নেবেন।

এদিকে বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি পরিবার পিছু একটি করে সরকারি চাকরির ঘোষণা করেন। তারপরেই আনন্দের পরিবারকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন শীতলকুচির তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়। দেখা করতে চেয়েছিলেন। তাতে রাজি হয়ে শুক্রবার সকালে আনন্দের মা বাসন্তী বর্মণ, দাদা গোবিন্দ বর্মণ এবং মামা জগদীশ রায় দেখা করেন তাঁর সঙ্গে। সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল নেতার পাশে বসে আনন্দের মা বলেন, ''চাকরি নেব। ঘর করব। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দোষীদের শাস্তি চাইব।" আনন্দের দাদা গোবিন্দ বলেন, ''বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সবার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি যদি ১০টা পরিবারকে চাকরি দেন, নিতে বাধা নেই। ভাইকে যারা মেরেছে, সেই দোষীদের কিন্তু শাস্তি চাই।"

একমত জেলা বিজেপি-র সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীরও। আনন্দের দাদা গোবিন্দকে চাকরি দিচ্ছে রাজ্য। আনন্দের পাশাপাশি মনিরুজ্জামানের ভাই পিঙ্কু রহমান, সামিউল মিয়াঁর ভাই শহিদুল হক, সামিদুল মিয়াঁর স্ত্রী হাসিমা বিবি এবং নুর আলমের স্ত্রী জোবেদা বিবিকে চাকরি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এ ছাড়াও নগদ ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবে প্রত্যেকটি পরিবার। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

১৯ হাজার ছাড়াল পশ্চিমবঙ্গের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, নতুন করে আক্রান্ত ১৯,২১৬ জন

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.) : দেশ থেকে রাজ্য সর্বত্রই ক্রমাগত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে এবার ১৯ হাজার ছাড়ালো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ হয়েছেন জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯,২১৬ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ০৯,৫৩,২৮২। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১১২ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২,০৭৬। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৭,৭৮০। ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা ০৮,১৮,১০৮। যার জেরে মোট সুস্থতার হার বেড়ে ৮৫.৭৩ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা টেস্ট হয়েছে ৬৪,৫৫১। ফলে মোট করোনা টেস্ট হয়েছে ০১,০৮,৪২,২৬৯।

ডিমা হাসাও নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ জন

হাফলং (অসম), ৭ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় শুক্রবার নতুন করে ১৮ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। পাহাড়ি জেলাতে প্রতিদিনই করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে করোনা নিয়ে নেই সামান্য সচেতনতা বাজার হাটে ব্যাঙ্ক এটিএম আদিতে অনেকেই মেনে চলছেন স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দূরত্ব যার দরুন হাফলং শহরে করোনার সংক্রমণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে করোনার সংক্রমণ নিয়ে সচেতণ করা চেষ্টা অব্যাহত রাখলেও একাংশ মানুষ তা কানেই তুলছেন না। এদিকে, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ২৭২ হয়েছে। তবে এরমধ্যে স্বস্তির খবর এটাই ইতিমধ্যে ১০৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সুস্থ হওয়ার হার ৪০.৭৮ শতাংশ। এবং সংক্রমণের হার ৩.৪৯ শতাংশ। এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১ জন রোগীর মৃত্যু ঘটেছে পাহাড়ি জেলায়। তাছাড়া ৩ জন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটিতে পাঠানোর পাশাপাশি ১৩৮ জন রোগীকে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সুত্রে জানা গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের হিংসায় গর্জে উঠল বাংলাদেশের হিন্দুরা, পুড়ল মমতার কুশপুতুল

ঢাকা, ৭ মে (হি.স.): ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গ। অভিযোগ রাজনৈতিক হিংসার আড়ালে হিন্দুদের উপর লাগাতার হামলা হওয়া চালান হচ্ছে। যা নিয়ে দেশজুড়ে সরব হয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা।পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের উপর হামার অভিযোগ তুলে দেশজুড়ে হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিবাদ দেখাতে লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে শুধু ভারত দেশে নয় প্রতিবেশী দেশেও হিন্দুদের উপর আক্রমনের বিরুদ্ধে মানুষকে গর্জে উঠতে দেখা যাচ্ছে। শনিবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদে সরব হন বাংলাদেশের হিন্দুরা।

শনিবার ঢাকা প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশের হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেন। সেখানে মমতার কুশপুতুল পোড়াতে দেখা যায় বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের সদস্যদের।এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছিল বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ এবং জাগো হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনও।

যেখানে পশ্চিমবঙ্গের অশান্তি নিয়ে বিজেপির নেতারা শুধুমাত্র ধর্না দিতে ব্যাস্ত, সেখানে বাংলাদেশের হিন্দুরা যেভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তা সবার দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিনামূল্যে প্রতিষেধক দিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন রাজ্যের

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : বিনামূল্যে প্রতিষেধক দিক কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শুক্রবার রাজ্যের তরফে সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদন করে জানানো হয় গোটা দেশেই প্রতিষেধক নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারন করা হোক।

কখনও গোটা দেশে অক্সিজেন সরবরাহ নিয়ে আবার কখনও রেমডিসিভির ওষুধ নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কেন্দ্রের দ্বিচারিতা ও করোনা মোকাবিলায় কার্যত 'ব্যর্থতার' অভিযোগও উঠেছে। দিশেহারা হওয়া সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগেই ভারতীয় দুই করোনা প্রতিষেধক নির্মাতা সংস্থা সেরাম ও ভারত বায়োটেক রাজ্য সরকারগুলির জন্য করোনার টিকার একটি দাম ধার্য করে। যা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। পরবর্তীতে সেই দাম কমানো হয় দুই প্রতিষেধক প্রস্তুতকারী সংস্থার তরফে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তরফে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি এই প্রতিষেধক বিনামূল্যে রাজ্যগুলিকে দিক। রাজ্যসরকারের তরফে দাখিল করা আবেদনে জানানো হয়েছে, ''কেন্দ্রের অবিলম্বে জানানো উচিত প্রত্যেক রাজ্যে ঠিকমতো প্রতিষেধক সরবরাহ ঠিকঠাক থাকবে কিনা এবং বিনামূল্যে সেই প্রতিষেধক দেওয়া হোক।"

লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জাপান সরকারের

টোকিও, ৭ মে (হি. স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত জাপান। এই পরিস্থিতি করোনার দাপট নিয়ন্ত্রনে আনতে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল জাপান সরকার।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী ইওশিহিদে সুগা জানালেন যে, আগামী ১১ই মে-র পরও দেশে চলবে লকডাউন। যার ফলে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়ে গেল আসন্ন টোকিও অলিম্পিক। আগামী জুলাই মাসের ২৩ তারিখ থেকে অলিম্পিক শুরু হওয়ার কথা।আয়োজকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, চিন্তার কোনও কারণ নেই, নির্দিষ্ট সময়ই অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

গোয়ায় ৯ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত জারি কার্ফু

পানাজি, ৭ মে (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ রুখতে গোয়ায় আগামী ৯ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে কার্ফু জারি করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্ত এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কার্ফু জারি হলেও রাজ্যজুড়ে ওষুধের দোকানগুলি এবং রেস্তোরাঁর কিচেন খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রেস্তোরাঁর কিচেনগুলি সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পর্যটন ব্যবসায়ীরা অবশ্য গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের কাছে আবেদন জানান, কোভিড মোকাবিলায় অবিলম্বে লকডাউন জারি করুক রাজ্য সরকার। টানা ২১ দিন লকডাউনের আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁরা। এর পাশাপাশি গোয়ার ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে. বহিরাগত কোনও ব্যক্তি গোয়ায় ঢুকতে চাইলে সেক্ষেত্রে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট থাকাটা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এব্যাপারে এখনও কোনও চূড়ান্ত নেয়নি প্রশাসন।

গোয়া স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোভিড সংক্রমণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, কোভিড রোগীদের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হবে। এছাড়া বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীদের খরচের ৮০ শতাংশ বহন করবে রাজ্য সরকার।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি চান বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : বিধানসভা ভোটে শোচনীয় ভরাডুবির দায়িত্ব নিয়ে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি নিতে চান সিপিআইএমের বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু। বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির শীর্ষ নেতাদের কাছে নিজের মনোভাবের কথা জানিয়েও দিয়েছেন তিনি।

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের পাশপাশি ভাইজান আব্বাস সিদ্দিকীর ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ) সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বিমানবাবু। পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ ভেবেছিলেন, অন্তত ধর্মনিরপেক্ষ ও সংখ্যালঘু মনোভাবাপন্ন ভোটারদের সমর্থনে বাজিমাত করা যাবে। কিন্তু তাঁর সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে শুধু বামফ্রন্টের অন্দরেই নয়, এমনকী বাম মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনেও অসন্তোষ দানা বাঁধে। অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, বিজেপিকে রোখার দোহাই পেড়ে কীভাবে আব্বাস সিদ্দিকীর মতো উগ্র ধর্মীয় নেতার সঙ্গে হাত মেলাল তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো বামপন্থীরা।

ভোট পর্বে সেই সমালোচনাকে পাত্তাই দেননি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সহ সিপিআইএমের রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ। কিন্তু ইভিএম খুলতেই দেখা যায়, ভোটে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। দু'পক্ষের একজন প্রার্থীও জিততে পারেননি। কেন জাত-কুল দুই খোয়ানো হল সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সিপিআইএমের তিন নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোক ভট্টাচার্যের মতো নেতারা আইএসএফের সঙ্গে জোট গড়া নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে তুলোধনা করেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের বাংলা কমিটির সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়, সিপিআই সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়রাও ক্ষোভ উগরে দিয়ে পরোক্ষে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে কাঠগড়ায় তোলেন। কার্যত আইএসএফের সঙ্গে জোট বাঁধার খলনায়কের আখ্যা পাওয়ায় ভোটে ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেন বিমান বসু। আইএসএফের সঙ্গে বাম-কংগ্রেসের জোট মানুষ ভালভাবে নেয়নি। তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল। তাই যেখানে আব্বাস সিদ্দিকির দলের প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন, সেখানে অন্তত ধর্মনিরপেক্ষ জনতার ভোট পায়নি জোট। সেই ভোট শাসকদলের দিকে চলে গিয়েছে। একই অভিযোগ আরেক শরিক আরএসপির। তাদের বক্তব্য, কলকাতা এবং আশপাশের এলাকায় তাদের কোনও আসন দেওয়া হয়নি। নিশ্চিত পরাজয় হবে বেছে বেছে এমন আসনই তাদের দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। ঘুরে দাঁড়ানোর আশু সম্ভাবনা নেই। তাই গুরুত্বহীন পদে থাকার কোনও মানে হয় না বুঝতে পেরেই সরে দাঁড়াতে চাইছেন প্রবীণ সিপিআইএম নেতা। এদিকে, ভোটে স্রেফ ভরাডুবিই নয়। যাকে বলে, বিপর্যয় হয়েছে। আর এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে বসে বৃহস্পতিবার অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয় বামফ্রন্টের বৈঠক। বড় শরিক সিপিএমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় শরিকরা। ফরওয়ার্ড ব্লকের অভিযোগ, কার্যত তাদের অন্ধকারে রেখে এই জোট হয়েছে। তাদের বরাদ্দ আসন আইএসএফকে দেওয়া হয়েছে। তেমনই অন্যান্য শরিকের আসনও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে একের পর এক তিরে বিদ্ধ হন আলিমুদ্দিনের কর্তারা।

নন্দিতা গার্লোসাকে রাজ্য মন্ত্রী সভায় স্থান দেওয়ার দাবি ডিমা হাসাওয়ের বিভিন্ন সংগঠনের

হাফলং (অসম), ৭ মে (হি.স.) : রাজ্যে বিজেপির মিত্রজোট সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করার পর ও এখনও সরকার গঠন করতে পারে নি। গত ২ মে রাজ্য বিধানসভার ফলাফল ঘোষনা হওয়ার পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে ও বিজেপির মিত্রজোট মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিক সংঘাতের দরুন সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছে এরই মধ্যে এবার রাজ্য মন্ত্রী সভায় হাফলং আসনের বিজেপি প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসাকে মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য দাবি তুলল জেলার বিভিন্ন সংগঠন।

শুক্রবার ডিমাসা জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংগঠন জাদিখে নাইশ হসম ডিমা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ডিমাসা ইয়ুথ ফোরাম রাংখল হালম দেওয়ানের মত সংগঠন এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে হাফলং আসন থেকে জয়লাভ করা বিজেপি প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসাকে রাজ্য মন্ত্রী সভায় স্থান দেওয়ার জন্য জোড়াল দাবি তুলেন।

শুক্রবার জাদিখে নাইশ হসমের কার্যালয়ে সংগঠনটির সভাপতি সাইন্দেশ আরদাও বলেন অসমের একমাত্র পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও থেকে প্রথম কোনও মহিলা প্রার্থী রাষ্ট্রীয় দল থেকে প্রতিনিধিত্ব করে হাফলং আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে বিধান সভায় পা রেখে ইতিহাস সৃষ্টি করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবার হাফলং আসনের এই মহিলা প্রার্থীকে মন্ত্রী সভায় স্থান দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, ২০ বছর আগে একমাত্র গোবিন্দ চন্দ্র লাংথাসা রাজ্য মন্ত্রী সভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়ে ছিলেন। তারপর থেকে অসমের একমাত্র পাহাড়ি জেলা থেকে আর কেউ রাজ্যের মন্ত্রিসভায় স্থান পায় নি। সাইন্দেশ আরদাও সাংবাদিক সন্মেলনে বলেন, কার্বি-আংলং জেলায় চার জন বিধায়ক হলে তা প্রায় সমতল তাই পাহাড়ি জেলার উন্নয়নের স্বার্থে এবার নন্দিতা গার্লোসাকে রাজ্যের মন্ত্রী সভায় স্থান দেওয়া একান্ত জরুরি যা এই পাহাড়ি জেলার সাধারণ মানুষও দাবি জানিয়ে আসছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেঙ্গইয়ং ও অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি উত্তম লাংথাসা বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যে শাসনে রয়েছে বিজেপি এবং এবারের নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি মিত্রজোট সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতায় ফিরেছে এবং এই হাফলং আসন থেকে প্রথমবার কোনও মহিলা প্রার্থী তা ও আবার বিজেপি দল থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন তাই অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলার সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে নব নির্বাচিত বিধায়ক নন্দিতা গার্লোসাকে রাজ্য মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভূক্ত করা উচিত বলে মন্তব্য করেন দুই ছাত্র নেতা। হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / কাকলি

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শিশুর আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমসন্তানকে আদর-ভালোবাসা যেমন দিতে হয় তেমনি সঠিক পথে রাখার জন্য শাসনও করতে হয়।

অনেকসময় বাবা-মায়ের অতিরিক্ত স্নেহ আদর সন্তানকে নষ্ট করে দিতে পারে। ভাবতে শুরু করে তারা ইচ্ছেমতো যা খুশি করতে পারে। এই ধরনের আচরণগত সমস্যা অনেক অভিভাবক খেয়াল করতে পারেন, আবার অনেকে পারেন না।

শিশু-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সন্তানের আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করার পন্থা ও সংশোধনের উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

বড়দের অসম্মান করা: বড়দের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মেশা বা মন খুলে কথা বলতে পারা স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের লক্ষণ। তবে খোলামেলা সম্পর্কের নামে তাদের অসম্মান করে কথা বলা বা অসংবেদনশীল আচরণ করা মোটেও ঠিক নয়। সন্তানকে এই ধরনের আচরণে কখনই উৎসাহ দেওয়া যাবে না। বরং এমন করতে দেখলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম অবস্থায় এমন আচরণ খুব একটা দৃষ্টিকটু না লাগলেও পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। বা তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশেও পরিণত হতে পারে।

যখন তখন বদমেজাজ: আচরণগত সমস্যা আছে এমন শিশুরা সব কিছু নিজেদের ইচ্ছা মতো পেতে চায়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তারা ঘরে এমনকি বাইরেও জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি করে বা অন্যান্য বিশৃংখল আচরণ করে যা সবসময় মজাদার নাও হতে পারে। তাই শিশুর এমন আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। আর সব কিছুই যে তার ইচ্ছা মতো হবে না সে শিক্ষাও দিতে হবে।

সব সময় পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হয়: সন্তানকে শান্ত রাখার জন্য প্রায় সময় কি তাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হয়? সহজ বাংলায় যাকে বলে 'ঘুঁষ'।

এটা হতে পারে শিশুর বাজে আচরণের একটা লক্ষণ।

তাই কোনো কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে বরং 'না' শুনতে কেমন লাগে সেটার একটা পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। যদিও প্রথম প্রথম এই 'না' শোনার কারণে বাসার পরিবেশ জটিল আকার ধারন করতে পারে। তবে ধীরে ধীরে সে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ঘটার অভিজ্ঞতাও লাভ করবে।

অন্যদের নিয়ে মজা করা: সংবেদনশীলতার অভাব আচরণগত সমস্যার লক্ষণ। সন্তান যদি অন্যদের সঙ্গে অকারণ মশকরা করে বা দুঃখ দিয়ে কথা বলে তাহলে শুরুতেই তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এমন আচরণ দীর্ঘদিন অনুশীলন করতে দেওয়া তার ভবিষ্যতের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে।

পালটা জবাব: যেসব শিশুদের মাঝে আচরণগত সমস্যা আছে তারা কখনই নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চায় না। বরং তারা বড়দের কথা ও উপদেশের তোয়াক্কা না করে বরং মুখের ওপর পালটা জবাব দেয়। আর কথার খুঁত ধরে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।

সন্তানের মাঝে এমন আচরণ দেখা দিলে শুরু থেকেই তার ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। আর পরে যেন বড়দের অসম্মান না করে সেই শিক্ষা দিন। কখনই সন্তুষ্ট নয়: সন্তানের জন্য যা করছেন বা তাকে যা দিচ্ছেন তার কোনো কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হয় না- এরকম হলে বুঝতে হবে সে ইতোমধ্যে বিগড়ে গেছে।

এই ধরনের শিশুদের আচরণগত কিছু সমস্যা থাকে যা ঘরে ও বাইরে বাজেভাবে প্রকাশ করে তারা। এমন শিশুদের চাহিদার কোনো শেষ নেই এবং কোনো কিছুতে সন্তুষ্টিও নেই।

তাই সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে, চাওয়া মাত্রই তাকে সব কিছু না দিয়ে বরং চাহিদা ও প্রয়োজনের পার্থক্য বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে।

মাথার ত্বকের যত্নে 'অ্যান্টি ড্যানড্রাফ' শ্যাম্পু

চুলকানি বা খুশকির সমস্যা থাকলে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু' ভালো সমাধান দিতে পারে।

কোনো সময় ভ্যাপসা গরম আবার হঠাৎ বৃষ্টি। মিশ্র এই আবহাওয়াতে মাথার ত্বক বেশিরভাগ সময় চিটচিটেভাব হয়ে থাকে। যে কারণে বাইরে গেলে ধুলাবালি মাথার ত্বকে মিশে নানান সমস্যা তৈরি হয়। আবার যারা হিজাব ব্যবহার করেন তাদের চুল বাইরের দূষণ থেকে রক্ষা পেলেও গরমের কারণে মাথা ঘেমে থাকে। যা থেকেও হতে পারে খুশকি।

ব্যস্ত জীবনে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে খুশকি দূর করার সময় না পেলে এই সমস্যা দূর করার সহজ সমাধান হতে পারে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু। কারণ এটা খুশকি দূর করার যাবতীয় উপাদান সমৃদ্ধ।

এছাড়া মাথার ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা, ফাঙ্গাসের আক্রমণ ইত্যাদি থেকেও রক্ষা করে। চিটচিটেভাব দূর করে চুল রাখে ঝরঝরে উজ্জ্বল।

করণীয় এই মৌসুমে একদিন পর পর 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। সমস্যা বেশি থাকলে প্রতিদিনও ব্যবহার করা যায়। - মাথার ত্বক আর্দ রাখতে এক টেবিল-চামচ নারিকেল তেল ব্যবহারের পর 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এছাড়া নিয়মিত অন্যান্য শ্যাম্পুর অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে বিরত থাকা গেলে খুশকির সমস্যা কম দেখা দেয়।

- চুল ভিজিয়ে নিয়ে মাথার ত্বকে একমুঠো বেইকিং সোডা ছড়িয়ে হালকা হাতে মালিশ করতে হবে। এরপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। বেইকিং সোডা মাথার ত্বক পরিষ্কারের পাশাপাশি যে কোনো ফাঙ্গাসের সংক্রমণ রোধে সহায়তা করবে।

- পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ নিয়ে তা মাথার ত্বকে ছড়িয়ে শুকনা অবস্থায় মাথার ত্বক ম্যাসাজ করতে পারেন। এতে মাথার ত্বক পরিষ্কার হবে এবং ফাঙ্গাসের সংক্রমণও রোধ হবে। এরপর শ্যাম্পু করে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে।

- রসুনে রয়েছে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান, যা খুশকি রোধে সহায়ক। শুধু রসুনের রসই খুশকি দূর করতে সহায়ক। তবে রসুনের গন্ধ দূর করতে চাইলে রসুন ছেঁচে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগাতে হবে। আর খুশকি দূর করার পাশাপাশি সুরভিত চুলের জন্য 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু ব্যবহারের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধুয়ে নিন।

- খুশকির কারণে হওয়া মাথার ত্বকে জুলুনি ও অস্বস্তি কমাতে তাজা অ্যালো ভেরার জেল মাথায় মালিশ করুন। এক ঘণ্টা পর চুল ধুয়ে ফেলুন। মাস্ক ধুতে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

করোনা আবহে মাঝেমধ্যেই মেজাজ হারাচ্ছেন? মন ভাল রাখুন সহজ এই উপায়ে

গত বছরের মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। আর কতদিন এই করোনার এই প্রশ্নই যেন সকলের মনে। চারদিকে শুধুই হাহাকার। কোথাও বেড নেই, কোনও অক্সিজেনের আকাল আবার কোথাও খালি নেই। এমন পরিস্থিতিতে শরীরে পাশাপাশি মনকেও ভাল রাখতে হবে। মনের মধ্যে জোর রাখতেই হবে। কাজটি কঠিন। তবে জীবনকে হারতে দেওয়া যাবে না। তাই মনকে শক্ত করে তুলতেই হবে। এর জন্য কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করতে পারেন।

১) রাতের ঘুমের সঙ্গে আপস করবেন না। যত জেগে থাকবেন, তত মনের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা বাড়বে। তাই নিজের মগজ ও শরীরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিন। ঘুম ভাল হলে মনও ভাল থাকবে।

২) অতিমারীর সময়ে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ঘরে থাকলেও শরীরচর্চা করতে হবে। যোগাভ্যাস, ব্যায়াম, প্রাণায়ম শরীরকে যেমন ফিট রাখে, তেমনই মনকে চাঙ্গা করে। সকালে যদি করতে পারেন খুবই ভাল।

৩) বিশেষজ্ঞরা বলেন, মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতিও অবসাদের অন্যতম কারণ। এই ঘাটতি কীভাবে পূর্ণ করবেন? প্রচুর পরিমাণে জল খান। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাবে।

৪) পারলে সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের জন্য একটা রুটিন তৈরি করুন। ঠিক করে নিন কোন সময় কোনটা করবেন। এতে পরবর্তী পরিকল্পনার বিষয়টি মাথায় থাকবে। তাই বেশ অন্য ভাবনা ভাবার অবকাশ থাকবে না।

৫) অনেক সময় এমন অনেক কথা মনের ভিতরে জমে থাকে যা কাউকে বলা যায় না। অথচ তা বলে মনকে হালকা করা প্রয়োজন। লেখা অভ্যাস করেন। ডায়েরির পাতা কিংবা হাতের কাছের খাতায় মনের কথা লিখে ফেলুন।

৬) নতুন অভ্যাস তৈরি করতে পারেন। যেটা করার ইচ্ছে ছিল অথচ করা হয়ে ওঠেনি সময়ের অভাবে, তা শুরু করে দিন। নিজেকে ব্যস্ত ও আনন্দে রাখুন।

ক্লান্তি, রক্তের প্লেটলেট পতনও কোভিডের উপসর্গ হতে পারে, দাবি চিকিৎসকদের

দিন কয়েক ধরেই অসম্ভব ক্লান্তিতে ভুগছেন নাকি? রক্তের প্লেটলেটস একবার পরীক্ষা করে দেখুন তো! যদি হঠাৎ করেই অনেকটা কমে যায়, তো সাবধান। আপনি কোভিড আক্রান্তও হতে পারেন। কারণ, প্রচণ্ড ক্লান্তি আর এক ধাক্কায় প্লেটলেটস অনেকটা নিচে নেমে যাওয়াও কিন্তু কোভিড সংক্রমণের প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে বলে দাবি চিকিৎসকদের। আর ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ঘটনায় এর প্রমাণও মিলেছে বলেই জানিয়েছেন তাঁরা।

এতদিন ধরে শুধুই জ্বর, সর্দিকাশি, স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি চলে যাওয়া প্রভৃতিকেই কোভিড সংক্রমণের উপসর্গ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় এর অন্য দিকটিও দেখা গিয়েছে। লখনউয়ের আজাদ নগর পাড়া রোডের বাসিন্দা, আলিম শেখ (৬০) অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করায়, ডাক্তারের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা করান। তখন দেখা যায়, তার প্লেটলেট কাউন্ট এক ধাক্কায় কমে ৮৫,০০০-য় নেমে এসেছে, সাধারণত যা থাকার কথা ১.৫-৪.৫ লক্ষ। তিনি ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ খেতে শুরু করেন। কিন্তু গত ২৩ এপ্রিল, তাঁর তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ফের রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায়, প্লেটলেট কাউন্ট আরও কমে ২০,০০০-এ নেমে এসেছে। তখন পরিবার তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করতে যায় কিন্তু ব্যর্থ হয় কারণ অক্সিজেনের অভাবে হাসপাতাল ভরতি নেয়নি। চিকিৎসার অভাবে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

একইরকমভাবে, বালিগঞ্জের বাসিন্দা রাজকুমার রাস্তোগি (৫৯) গত ১৩ এপ্রিল অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করায় ডাক্তারের কথামতো রক্তপরীক্ষা করান। দেখা যায়, প্লেটলেট কাউন্ট কমে ২১,০০০-য় পৌঁছেছে। ওষুধে কিছুটা অবস্থার উন্নতি হয় কিন্তু ১৬ এপ্রিল তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তখন পরীক্ষা করে জানা যায়, রাজকুমার কোভিড নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ায় দিন কয়েক পরে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর ছেলের দাবি, "বাবার জ্বরও হয়নি, কাশিও হয়নি। এমনকী প্রথম দিকে শ্বাসকষ্টের সমস্যাও ছিল না, যে লক্ষণগুলিকে আমরা কোভিডের লক্ষণ বলেই জানি।"

এই বিষয়ে অধ্যাপক সন্তোষ কুমারের মত, "প্রতিটি ভাইরাল সংক্রমণে প্লেটলেট কাউন্ট কমে আসে। তাই কারও ক্লান্তি অনুভব হলে বা হঠাৎ প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেলে, তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।"

উষ্ণতায় উজ্জ্বল পোশাকে

এক দিকে মহামারীর প্রকোপ, অন্য দিকে কাঠফাটা রোদ। এর মাঝেই বছর ঘুরে চলে এসেছে ঈদ। এবছর সবার মনে যেন একটাই কথা- যতদিন শ্বাস ততদিন আশ। নিজেকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি তাই আনন্দটাও করতে চাইছে সবাই সমানতালে। একারণেই পোশাকে ফিরে এসেছে ঈদ। এবার তারুণ্যের পোশাকে এসেছে নতুন ধারা। প্রতিবারের মতো পাঞ্জাবি তো থাকছেই, কিন্তু অত বেড়ানো বা আনুষ্ঠানিকতা না থাকার কারণে 'ক্যাজুয়াল' পোশাকই রাখছেন পছন্দের তালিকায় তরুণরা।

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তরুণ ব্যবস্থাপক সোহান বলেন, "গেল বছরের মতো এই ঈদেও অনেকখানি সময় কাটবে ওয়েব আড্ডায়, তাই অন্তত শার্ট বা পাঞ্জাবিটা সুন্দর হতেই হবে।" স্নাতকের ছাত্র মিনার। তার কথায়, "এই গরমে এমনিতেও আমরা কিন্তু এদিক সেদিক গেলে হাফ প্যান্ট বা থ্রি কোয়ার্টার পরি।" "এখন তো এদিক সেদিক মানে বারান্দা থেকে লিভিং রুম, খুব বেশি হলে ছাদ।" পেশায় চিকিৎসক ফাহিম বললেন, "হাসপাতালের ডিউটিতে স্ট্রেস থাকার পরেও বাসার মানুষ যেন আমাকে দেখে স্বস্তি পায় একারণে একটু পাতলা কাপড়ের সবুজ বা নীল পাঞ্জাবি কিনবো।" বাজার ঘুরেও দেখা গেল পাতলা সুতি কাপড়ের পাঞ্জাবি কিনছেন অনেকে; যারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আসছেন। বেড়েছে অনলাইনে কেনাকাটা। অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে 'কাস্টোমাইজড' পাঞ্জাবি। পরিবারের সবারে একরকম। আবার তারুণ্য নির্ভর ডিজাইনেও পাওয়া যাচ্ছে। লিলেনের কাবুলি ড্রেস এবার আছে অনেকের পছন্দের তালিকায়। দেশীয় ফ্যাশন হাউজ- বিবিয়ানা, বিশ্বরঙ, রঙ বাংলাদেশ, কে ক্রাফট, অঞ্জন্স ইতিমধ্যে অনলাইনে সরব হয়েছে। এছাড়াও, ক্যাটস আই, সেইলর, ডিমান্ড-সহ বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজে পাওয়া যাচ্ছে ছেলেদের এবারের ঈদের পোশাক।

গরমে স্বস্তি দেবে সুস্বাদু পানীয় তবে ওজন বাড়াবে না

তরমুজের ঠান্ডাই

কম ক্যালরিযুক্ত পানীয়, একই সঙ্গে শরীর জুড়াবে ওজনও কমাতে সহায়তা করবে।

গরমকালে শরীর আর্দ ও ঠাণ্ডা রাখতে ফলের শরবত ও পানীয় গ্রহণ উপকারী। আবার যারা এই গরমে রোজা রাখছেন, তাদের জন্য ইফতারে রকমারি শরবতের ব্যবস্থা থাকেই।

তবে বাড়তি ক্যালরি গ্রহণের ভয়ে অনেকেই শরবত পান করতে চান না।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি কম ক্যালরি সম্পন্ন এবং ওজন কমাতে সহায়ক কয়েকটি পানীয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

তরমুজের শরবত

মিষ্টি ও সতেজকারক তরমুজের শরবত গরমের চমৎকার পানীয়। তরমুজে ৯৪ শতাংশ পানি ও প্রচুর আঁশ থাকে। এর সঙ্গে কয়েকটা পুদিনা পাতা যোগ করে সতেজভাব বাড়ানো যায়। আলাদা চিনি যোগ করার প্রয়োজন পড়ে না।

তরমুজ প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি ও আর্দতারক্ষাকারী। এক গ্লাস তরমুজের শরবত অনেকক্ষণ পেটভরা-ভাব আনে ও শরীর আর্দ রাখে। পাশাপাশি ইলেক্ট্রোলাইট, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ।

শসার রস

শসা অন্যতম আর্দতা রক্ষাকারী ফল যা গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ও ক্যালরি কমাতে সহায়তা করে। এটা কম ক্যালরি, উচ্চ আঁশ ও জলীয় উপাদান সমৃদ্ধ। আঁশ পেট ভরা ভাব আনে ও বাড়তি অস্বাস্থ্যকর খাবারের চাহিদা কমায়। শসার শরবতের স্বাদ বাড়াতে এতে লেবু ও পুদিনার পাতা যোগ করা যায়।

বিটরুটের শরবত

ওজন কমাতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিটরুটের শরবত একটা পরিপূর্ণ পানীয়। এটা দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় খাদ্যাঁশ সমৃদ্ধ, যা পাচন ক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে। বিটরুট লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টি যেমন- আঁশ, ফোলাট (ভিটামিন বি-৯), ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন সি'য়ের ভালো উৎস। আঁশ সমৃদ্ধ বিটরুট খাওয়া পেশির ক্ষয় পূরণেও সাহায্য করে।

কমলার রস

কমলার রস খাওয়ার মাধ্যমে ভিটামিন সি খাবার তালিকায় যোগ করা যায়। ওজন কমাতেও সহায়তা করে। কমলার রস আলাদা করে চিনি ছাড়া পান করা যায়। এটা কোমল পানীয় খুব ভালো বিকল্প। কমলা দেহের ক্যালরি পোড়াতে সহায়তা করে। এছাড়াও, দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকতে ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

আমের শেইক

গরমকালে আমের শরবত খাওয়ার উপকারিতার শেষ নেই। ভিটামিন কে, এ, সি, পটাশিয়াম ও ফোলাট সমৃদ্ধ এই ফল চিনি ছাড়া কম ননীযুক্ত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে 'শেইক' তৈরি করে নেওয়া যায়। এটা ক্ষুধা নিবারণ করে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের চাহিদা কমায়। ফলে হৃদপিণ্ড, ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

স্বল্প চর্বিযুক্ত দুধ এবং চিনি ছাড়া তৈরি আমের শ্যাঙ্ক পান করা তৃপ্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা রোধ করতে পারে এবং আপনার হৃদয়, ত্বক এবং চুলের স্বাস্থ্যও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

'হার্ড ইমিউনিটি' বলতে যা বুঝায়

বিধিনিষেধ শিথিলের পর শুক্রবার বিকালে ঢাকার নিউ মার্কেটের ফুটব্রিজে কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি বিধিনিষেধ শিথিলের পর শুক্রবার বিকালে ঢাকার নিউ মার্কেটের ফুটব্রিজে কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে 'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়া কঠিন। নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠী যখন টিকা নিয়ে কিংবা রোগে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে একটি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে 'ইমিউনিটি' বা রোগসংক্রমণ থেকে নিরাপত্তা পায় তখন পরোক্ষভাবে ওই পুরো জনগোষ্ঠী রোগটি থেকে সুরক্ষিত থাকে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় 'হার্ড ইমিউনিটি'।

এর মানে হল, এই জনগোষ্ঠী কিছু সদস্য যদি টিকা না নেন কিংবা টিকা নেওয়ার পর তাদের শরীরে 'ইমিউনিটি' তৈরি নাও করে, তবুও তারা ওই সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকবেন। কারণ আশপাশের মানুষের মাঝে যেহেতু 'ইমিউনিটি' তৈরি হয়েছে, তারাই বাকি সদস্যদের জন্য সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবেন।

এই 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি হতে শুরু করলেই একসময় রোগটিকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হবে। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন্স অ্যান্ড ইমিউনাইজেইশন'-এর প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ক্ষমতা যত বেশি, একটি জনগোষ্ঠীকে 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে তত বেশি সদস্যের শরীরে 'ইমিউনিটি' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হাম রোগের কথা।

প্রচণ্ড সংক্রামক রোগ এটি, একজন আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায় ১৮ জনকে আক্রান্ত করতে পারে। সেই হিসেবে এই রোগের 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে একটি জনগোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশ সদস্যের মাঝে 'ইমিউনিটি' থাকতে হবে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার হাম রোগের তুলনায় কম, গড়ে একজন আক্রান্ত ব্যক্তি দুই থেকে তিন জনকে সংক্রমিত করেন। অর্থাৎ 'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে হলে একটি জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশের 'ইমিউন' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

টিকার মাধ্যমে না হয়ে বরং রোগে আক্রান্ত হয়ে আবার সুস্থ হওয়ার মাধ্যমে যদি 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করা হয় তবে সেটা হলো প্রাকৃতিকভাবে অর্জন।

করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এভাবে 'হার্ড ইমিউনিটি' পাওয়া কঠিন। কারণ এই ভাইরাস সংক্রমণে যে রোগ হচ্ছে অত্যন্ত প্রাণঘাতি। আর সেজন্যই উত্তম উপায় হলো টিকা। টিকা থাকলেও 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করা সবসময় সহজ হয় না, সময় লেগে যায় অনেক। কিছু ভাইরাস যেমন মৌসুমী 'ফ্লু'য়ের ভাইরাস দ্রুত বৈশিষ্ট্য পাল্টায়, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।

আবার 'ইমিউনিটি' সবসময় চিরস্থায়ী হয় না, আর এজন্য প্রতিবছর 'ফ্লু শট' দেওয়া হয় অনেক উন্নত দেশে।

নন্দননগরে মুসলিম ধর্মালম্বীদের মধ্যে ইফতারের মিষ্টি বিতরণ করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ছবি ঃ নিজস্ব

হিংসা নিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। আইনজীবী অনিন্দ্য সুন্দর দাসের মামলার প্রেক্ষিতেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশে এই মামলার শুনানির জন্য পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।
গত ২ মে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি অব্যাহত। তৃণমূল-বিজেপি কিংবা আইএসএফ ও সিপিএমের বহু কর্মী ও নেতারা এই রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন। যার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ বেড়েছে। তার মাঝেই শুক্রবার দুপুরে সেই মামলার শুনানিতে ওই পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের তরফে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়।
প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ বিচারপতির বেঞ্চের তরফে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে হলফনামা আকারে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগামী সোমবারের মধ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বিস্তারিৎ রিপোর্ট চেয়েছে ওই বিশেষ বেঞ্চ। সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়েছে আদালত। মামলাকারী আইনজীবী অনিন্দ্য সুন্দর দাস উল্লেখ করেছিলেন, ভোট পরবর্তী যে অশান্তি হচ্ছে তাতে পুলিশ কার্যত নিষ্ক্রিয়। অভিযোগ জানালেও কোনও কাজ হচ্ছে না।
প্রত্যেকের নিরাপত্তা এবং যাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
এদিন ওই পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে জানতে চেয়েছেন, রাজ্যজুড়ে কত সন্ত্রাস, কত অশান্তি, কী কী অভিযোগ জমা পড়েছে এবং পুলিশ কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রিপোর্ট বানাতে হবে।
মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এদিন আদালতে জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল তাও জমা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের ২ লক্ষ করে টাকা আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৩১ মে অবধি বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

চন্ডীগড়, ৭ মে (হি.স.): লাগামছাড়া করোনার দৌরাত্ম্য ভারতে প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে, কোভিডের তাণ্ডবে নাজেহাল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চন্ডীগড়ও। করোনাকে ঠেকাতে চন্ডীগড়ে ৮ মে (শনিবার) সকাল পাঁচটা থেকে ১০ মে (সোমবার) সকাল পাঁচটা পর্যন্ত লাগু থাকবে করোনা কারফিউ। শুধুমাত্র ওষুধ ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবাকেই করোনা-কারফিউর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।
তাছাড়া শুক্রবারই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রসাশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩১ মে অবধি চন্ডীগড়ে বন্ধ থাকবে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গরমের ছুটির জন্য সরকারি স্কুল বন্ধ থাকবে ১০ মে থেকে আগামী ৮ জুন পর্যন্ত। তাছাড়া সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র অনলাইন কোচিং চলবে।

ধাপার বাইরে সারিবদ্ধ প্লাস্টিক মোড়া মৃতদেহ, জমে থাকা শবের পাশে ঘুরছে কুকুর

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : করোনায় মৃতদের দেহ সংগ্রহ এবং দাহ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই প্রশ্ন উঠেছে কেন মৃত্যুর পরেও পর্যাপ্ত শ্রদ্ধা মিলবে না। সরকার এ ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করেছে। কিন্তু মুসকিল আসানের দেখা নেই।
অভিযোগ, অ্যাম্বুলেন্স ও শববাহী গাড়ি এবং কিছু ক্ষেত্রে করোনায় মৃতদেহ বহন করার লোক মিলছে না। ফলে অনেক হাসপাতালে দেহ পড়ে থাকছে। তাতে পচন ধরছে।
অভিযোগ, ধাপার বাইরে সারিবদ্ধ প্লাস্টিক মোড়া মৃতদেহ জমে আছে। পড়ে থাকা শবের পাশে ঘুরছে কুকুর। শরীর থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত চেটে খাচ্ছে তারা ! একটি চুল্লিতে একসঙ্গেই পুড়ছে দুটি করে মৃতদেহ। এই খবর একটি বহুল প্রচারিত বাংলায় চ্যানেলে শুক্রবার সম্প্রচারিত হওয়ার পর তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ফেসবুকে৫ ঘন্টায় ১০ হাজার সাড়া, ৭৩৪ মন্তব্য, ৩ হাজার ৮০০ শেয়ার হয়েছে এই খবরের। পিয়ালি চক্রবর্তী ঘোষাল লিখেছেন, “করোনাতে মৃত্যুর সংখ্যাটা দিন দিন বেড়েই চলছে। তবুও একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে গত একদিনে মৃত্যুর সংখ্যা ১১৭। আর দেখানো হচ্ছে প্রায় ৪০-৫০ টি লাশ একসাথে জ্বলছে। তা সব লাশ কি একই সময়ে একই শশ্মানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ? পুরো পশ্চিমবঙ্গে মোট কতগুলো শ্মশান আছে আমার ধারণা নেই কিন্তু একই সাথে এত চিতা একটি মাত্র শশ্মানে পুড়ছে দেখে একটু অবাক লাগছে।“
সুদর্শনা চক্রবর্তী লিখেছেন, “একদম ঠিক। পিঙ্কি ভৌমিক লিখেছেন, “একদমই ঠিক। সরকারী পরিসংখ্যান বলছে ১১৭ কিন্তু বাস্তবে দৈনিক মৃত্যুর হার অনেক বেশি।“ মৌমিতা মল্লিক দাস লিখেছেন, “মানুষ তো প্রশ্ন করতেই ভুলে গেছে। আপনার অবাক লাগাকে সাধুবাদ জানাই। কবে যে মানুষের চৈতন্য হবে কে জানে। এরা ভয় দেখিয়েই যাচ্ছে আর মানুষ ভয় পেয়েই যাচ্ছে।“
শরৎ চন্দ্র দে লিখেছেন, “কারণ কলকাতার বাইরে এই লাশগুলোকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।
তাহলে অন্য জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়বে এমন আশঙ্কা থাকতে পারে। আর সব শ্মশানে করোনার মৃতদেহগুলো পোড়ানো যাবে না। কারণ অন্যান্য শ্মশানে করোনায় মৃতদের দের দাহ করা হয় না।“ মিতালি হলদি লিখেছেন, “ওটা একটা শূন্য বেশি হবে। মানে আমাদের ধরে নিতে হবে। এই প্রশ্ন তো আমাদের সকলেরই। সারা পশ্চিমবঙ্গে করোনায় মৃতদের দেহ কি ধাপা তে আনা হচ্ছে? তা হলে এত দেহ কেন জমবে? তার মানে পরিসংখ্যান কম করে দেখানো হচ্ছে বা বলা হচ্ছে।
সৌমেন দাস লিখেছেন, “আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না যে স্বাভাবিক দিনে যে পরিমান লোক মারা যায়, তার থেকে করোনার জন্য ১০০ থেকে ১৫০ জন বেশি মারা যাচ্ছে। তা আবার গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। তাহলে এত লাশের লাইন হয় কী করে? তবে কি যে কোনও মৃত্যু করোনায় হচ্ছে? কেউ একটু আমাকে বুঝিয়ে বলুন। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। সকলে ভালো থাকবেন।
দেবশ্রী ভদ্র মজুমদার লিখেছেন, “এই মৃত্যুর জন্য ইলেকশন কমিশন দায়ী। আমাদের দেশে এত জনঘনত্ব। কেন এই ভোট করা হল? পশ্চিমবঙ্গে করোনা ছিল না বললেই চলে। আজ ভোটের জন্য মৃত্যু মিছিল তৈরী হয়ে গেছে। কিভাবে আমরা সুস্থ জীবনযাপন করব? আতঙ্ক সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোট বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তা। কিভাবে বাঁচব আমরা?

প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীকে ফের চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সরবরাহ নেই রাজ্যে। আর তাই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফের চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মমতা চিঠিতে জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে রাজ্যের ৫৫০ মেট্রিক টন অক্সিজেন প্রয়োজন। সেখানে ৩০৮ মেট্রিক টন অক্সিজেন পাচ্ছে রাজ্য। পর্যাপ্ত অক্সিজেন যাতে রাজ্য পায় তা নিশ্চিত করার অনুরোধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে শপথ গ্রহণের পর পরপর তিন দিনে তিনটি চিঠি লিখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজ্যে করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী। মেডিকেল অক্সিজেন চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে রাজ্যে উৎপাদিত অক্সিজেন ভিন রাজ্যে পাঠানোয় আগেই আপত্তি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার আবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তেমনটাই দাবি করলেন তিনি।
চিঠিতে মমতা লিখেছেন, ”একদিনের মধ্যে রাজ্যে মেডিকেল অক্সিজেন চাহিদা ৪৭০ মেট্রিক টনে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামী সপ্তাহে তা আরও বেড়ে সাড়ে ৫৫০ মেট্রিক টনে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা।’’ এহেন অবস্থায় রাজ্যে উৎপাদিত অক্সিজেন অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানান। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছনোর প্রক্রিয়াকে মসৃণ করার আবেদন জানিয়েছেন।
সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও প্রতিদিন বাড়ছে অক্সিজেনের চাহিদা। যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে এ রাজ্যে যে পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি হয়, তার চেয়ে বেশিই প্রয়োজন হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা। তিনি নিজেও আগামী ১৫ দিনের জন্য সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, এই সময়ে আরও বাড়বে করোনা সংক্রমণ। আর তাতেই চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল অক্সিজেনের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। এদিন সেই আশঙ্কা থেকেই ফের একবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে অক্সিজেনের দৈনিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৫৫০ মেট্রিক টন করার কথা বলেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। যদিও বাংলার বরাদ্দ না বাড়িয়ে অন্য রাজ্যকে বেশি বরাদ্দ করছে কেন্দ্র। আর সেটা করছে বাংলায় উৎপাদিত অক্সিজেন থেকেই। মমতার অভিযোগ, গত ১০ দিনে এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়া অক্সিজেন ২৩০ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ২৬০ মেট্রিক টন। আর বাংলার জন্য বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে ৩০৮ মেট্রিক টন অক্সিজেন। যদিও চাহিদা রয়েছে ৫৫০ মেট্রিক টন। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর হিসাবে শপথ নেওয়ার পরই ভ্যাকসিন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বাংলার কৃষকদের জন্য ১৮ হাজার টাকা করে চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আরও একবার চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। এবার অক্সিজেনের সরবরাহ নিয়ে চিঠি দিলেন মমতা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সোমবার নয়া মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ, দ্বিতীয়ার্ধে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : সোমবার বেলা ১১টায় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ। তারপর ৩ টে নাগাদ নবান্নতে হবে নয়া মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক। শুক্রবার বিধানসভা সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে।
এদিকে, শুক্রবার বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অধ্যক্ষ নির্বাচনে অংশ নেবেন না দলের বিধায়করা। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ”যতদিন হিংসা বন্ধ না হবে ততদিন বিধানসভায় আসবে না বিজেপি।”
অন্যদিকে বিধানসভায় বিরোধী দলের জন্য বরাদ্দ ঘর নিয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়করা। মনোজ টিগ্গা সহ অধিকাংশ বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য, ‘যে ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে বিধায়কদের বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই।’ যদিও বিধানসভার এক আধিকারিকের বক্তব্য, বরাবর বিরোধী দলের জন্য বরাদ্দ ঘরটিকেই বিজেপিকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের হয়ে ৮২ বিধায়ক জিতেছিলেন। সেবার এই ঘরেই বসেছিলেন কংগ্রেসের বিধায়করা।
বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে হফে, এ নিয়েও তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। মুকুলবাবুকে বিরোধী দলনেতা হওয়ার দাবি বিধায়কদের একটা বড় অংশ এদিন তুললেও এ নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি মুকুলবাবু। এমনিতেই এই পদ নিয়ে মুকুল-শুভেন্দুর একটা অলিখিত লড়াই আছে, যে লড়াইয়ে অনেকেই শুভেন্দুকে এগিয়ে রাখছেন। কারণ, হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁর নজরকাড়া সাফল্য।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সঙ্গীত পরিচালক বনরাজ ভাটিয়া প্রয়াত, শোকের ছায়া বলিউডে

মুম্বই, ৭ মে (হি.স.): লিরিল, ডিউলাক্স-সহ অসংখ্য সুপারহিট জিঙ্গলের জনক বর্ষীয়ান সঙ্গীত পরিচালক বনরাজ ভাটিয়া প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বেশ কয়েকবছর ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার সকালে তিনি মুম্বইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। টেলিভিশনের অসংখ্য সুপারহিট জিঙ্গল তাঁর সৃষ্টি। পাশাপাশি বেশ কিছু টিভি সিরিয়ালেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘তামাস’, ভারত এক খোঁজ ইত্যাদি। তামাসের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। এছাড়াও অঙ্কুর, ৩৬ চৌরঙ্গি লেন, জুনুন, জানে ভি দো ইয়ারো সহ বেশ কিছু ফিল্মেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। জাতীয় পুরস্কার ছাড়াও ২০১২ সালে তিনি পদ্মশ্রী সম্মানেও ভূষিত হন। কিংবদন্তী এই সঙ্গীত পরিচালকের প্রয়াণে শোকের ছায়া বলিউডে।

৭০ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত প্রাক্তন বিচারপতি এম ওয়াই ইকবাল

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): প্রয়াত হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম ওয়াই ইকবাল। শুক্রবার ৭০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) ইকবাল মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন তিনি এবং অবসর নেন ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।
১৯৫১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিচারপতি ইকবাল। ১৯৭০ সালে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন তিনি, ১৯৭৪ সালে আইনের ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১২-২০১৫ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন তিনি এবং ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

সেন্ট্রাল ভিস্তা অপরাধমূলক অপচয় : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে যখন ধুঁকছে গোটা দেশ, সেই পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমানে টাকা খরচ করে সংসদভবন চত্বর সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প ‘সেন্ট্রাল ভিস্তা’ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে বিরোধিতা শুরু হয়েছে গত কয়েকদিন ধরেই। বিরোধী শিবিরের রাজনীতিকরা তো বটেই, দেশের সাধারণ মানুষও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করছেন। এবার সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পকে ”অপরাধমূলক অপচয়” বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, নতুন ভবন পেতে অন্ধ ঔদ্ধত্য নয়, মানুষের জীবন বাঁচানোর বিষয়ে মনোনিবেশ করা হোক।
করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যা, অক্সিজেনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় ওই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকেই নিন্দা করেছেন। তার মধ্যেই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে আবেদনও জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে। এবার সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পকে ”অপরাধমূলক অপচয়” বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

ভারতকে সাহায্য সুইৎজারল্যান্ডের, মেডিক্যাল সরঞ্জাম পাঠালো নেদারল্যান্ডও

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): কোভিডের বাড়বাড়ন্তে নাজেহাল অবস্থা ভারতের, এই খারাপ সময়ে ভারতকে নানাভাবে সাহায্য করেই চলেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এবার করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে, ভারতকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সুইৎজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও পোল্যান্ড। শুক্রবার এই তিনটি দেশ থেকে ভারতে এসেছে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিভিন্ন সরঞ্জাম। এদিন ভোররাতেই সুইৎজারল্যান্ড থেকে একটি কার্গো বিমান এসে পৌঁছয় দিল্লি বিমানবন্দরে। করোনার সঙ্গে লড়তে ৬০০টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, ৫০টি ভেন্টিলেটর এবং অন্যান্য মেডিক্যাল সরঞ্জাম নিয়ে ভারতে এসেছে ওই বিমান। সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে রয়েছে সুইৎজারল্যান্ড।
এদিনই নেদারল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছে ৪৪৯টি ভেন্টিলেটর, ১০০টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর এবং অন্যান্য মেডিক্যাল সরঞ্জাম। এছাড়াও এদিন ভোরেই পোল্যান্ড থেকে ভারতে এসে পৌঁছেছে অতি প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সরঞ্জাম। ওই বিমানে ছিল ১০০টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, ‘আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত। ধন্যবাদ পোল্যান্ড।’

ভারতে ২৯.৮৬-কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী ১৬.৯৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): ভারতে ২৯.৮৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ মে সারা দিনে ভারতে ১৮,২৬,৪৯০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৯,৮৬, ০১,৬৯৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,২৬,৪৯০ জনের মধ্যে বগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ১৮৮ জন।
ভারতে ফের বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি হয়েছে ৭৮,৭৬৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৩১,৫০৭ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৩৪,০৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.০৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৯১৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৭৬,১২,৩৫১ জন (৮১.৯৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৭৮,৭৬৬ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩৬,৪৫,১৬৪ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৬.৯৬ শতাংশ)।

এনডিএ-র দখলে পুদুচেরি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন এন রঙ্গাস্বামী

পুদুচেরি, ৭ মে (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন সর্বভারতীয় এন আর কংগ্রেস (এআইএনআরসি)-এর সভাপতি এন রঙ্গাস্বামীর। শুক্রবার রাজনিবাসে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এন রঙ্গাস্বামীকে পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর তামিলিসাই সৌন্দররাজন। করোনার জন্য সংক্ষিপ্ত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এন রঙ্গাস্বামী তালিম ভাষায় শপথ গ্রহণ করেছেন।
পুদুচেরির মোট ৩০টি আসনের মধ্যে এনডিএ জয়ী হয়েছে ১৬টি আসনে, ইউপিএ জয়লাভ করেছে ৯টি আসনে এবং অন্যান্যরা ৫টি আসনে। এআইএনআরসি সূত্রের খবর, আগামী দু”-একদিনের মধ্যে শপথ নেবেন অন্যান্য মন্ত্রীরা। এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল দুপুর ১.২০ মিনিট নাগাদ, খুব অল্প সময়ের জন্য চলে অনুষ্ঠান।

স্ট্যালিনকে অভিনন্দন মোদীর, শুভেচ্ছা এন রঙ্গস্বামীকেও

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী এন রঙ্গাস্বামীকে। শুক্রবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডিএমকে সভাপতি মুথুভেল করুণানিধি স্ট্যালিন। শুক্রবার সকালে রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে, এম কে স্ট্যালিনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিত। কোনও জাঁকজমক নয়, কোভিডের জন্য অনাড়ম্বর ছিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। স্ট্যালিন শপথ নেওয়ার পরই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিনই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সর্বভারতীয় এন আর কংগ্রেস (এআইএনআরসি)-এর সভাপতি এন রঙ্গাস্বামী। রাজনিবাসে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এন রঙ্গাস্বামীকে পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর তামিলিসাই সৌন্দররাজন। শপথ গ্রহণের পরই এন রঙ্গাস্বামীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বরূপনগরে বিল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পচাগলা দেহ

স্বরূপনগর, ৭ মে (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের হাকিমপুর এলাকার একটি বিল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পচাগলা দেহ। মৃতের নাম কাসেম আলি (৬৩)। শুক্রবার সকালে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর বিথারী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলবল্লিতে বছর ৬৩ এর কাসেম আলি গাজী মাছ ধরতে এসেছিলেন। তাও সেটা দিন দশেক আগেই। তারপর থেকে তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বাড়ি পার্শবর্তী কালিকাপোতা গ্রামে। পরিবারের লোক স্বরূপনগর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজও করা হয়। এরপর সকালে বিলবল্লির জলাশয় থেকে ওই মৎস্যজীবীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কী কারণে মৃত্যু? খুন না আত্মহত্যা? তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ব্রাজিলে ২ হাজারের ঊর্ধ্বে দৈনিক মৃত্যু, কোভিডে সংক্রমিত ৭২,৫৫৯

রিও ডি জেনেইরো, ৭ মে (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ল করোনার আগ্রাসন। বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই বাড়ল নতুন সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু ২ হাজার ৫৩১ জনের, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭২,৫৫৯ জন। ফলে এযাবৎ ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ১৭ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ৫৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ১৭৬-তে পৌঁছেছে।
করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭২,৫৫৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৫,০০৯,০২৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৩,৫৯১,৩৩৫ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,০০,৫১২ জন।

কসবায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু পথচারীর, জখম ৪ জন পুলিশ কর্মী

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.): কলকাতায় ফের বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য! ভোরের কলকাতায় গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন একজন পথচারী। পাশাপাশি জখম হয়েছেন ৪ জন পুলিশ কর্মী। শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কসবা রাজডাঙা মেন রোডে। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোরে বেপরোয়া একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে একজন পথচারীর।
পুলিশের অনুমান, চালক-সহ বেপরোয়া ওই গাড়ির যাত্রীরা প্রায় সকলেই মদ্যপ ছিল। বেপরোয়া ওই গাড়িটি ওই পথচারীকে ছাড়াও ৪ জন পুলিশ কর্মীকেও ধাক্কা মারে। এমনকি তারপর একটি গাড়িতেও ধাক্কা মেরে পালায়। তড়িঘড়ি ওই পথচারীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, ঘাতক ওই গাড়ির ধাক্কায় একজন পুলিশ কর্মীর পা ভেঙে গিয়েছে।

বন্ধ লোকাল ট্রেন, ৫০ শতাংশ মেট্রোয় চরম নাকাল যাত্রীরা

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.): করোনায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমণের শৃঙ্খলকে ভাঙতে লাগু হয়েছে নানা বিধিনিষেধ। রাজ্যে বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ রয়েছে সমস্ত লোকাল ট্রেন, আবার ৫০ শতাংশ চলছে মেট্রো ও বাস। ফলে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও চরম নাকাল হতে হল যাত্রীদের। শিকেয় উঠেছে কোভিড-বিধি। অধিকাংশ বাসেই দেখা যাচ্ছে যাত্রীদের প্রচুর ভিড়। কেউ সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলছেন না।
অন্যদিকে, অফিসের ব্যস্ত সময়ে পর্যাপ্ত বাস ও মেট্রো না মেলায় চরম ক্ষিপ্ত আমজনতা। করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ থাকবে লোকাল ট্রেন, অর্ধেক চলবে মেট্রো ও বাস। বৃহস্পতিবার দিনভর ভোগান্তির শিকার হয়েছে যাত্রীদের। একই ছবি দেখা গেল শুক্রবারও।

কোভিডে মৃত্যু ৪৬ জনের, তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত ৪.৮১-লক্ষাধিক

হায়দরাবাদ, ৭ মে (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ৪৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৫,৮৯২ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৪০ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪,০৫,১৬৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৪৬ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ২,৬২৫ জনের প্রাণ। শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৮৯২ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৯,১২২ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭৩,৮৫১ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৪,০৫,১৬৪ জন।

বেতাগা এডিসি ভিলেজে আত্মঘাতী মহিলা, হাইকোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানী ১৭ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাব্রুম মহকুমায় বেতাগা এডিসি ভিলেজে সালিশী সভায় নোংরা ভিডিও দেখানো এবং চরিত্র নিয়ে বাজে মন্তব্যের জেরে লজ্জায় ও অপমানে এক মহিলার আত্মহত্যার ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট সুয়োমুটো মামলা নিয়েছিল। ওই মামলার শুনানী হয়েছে শুক্রবার। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে ওই ভিডিও যাতে কোনও ভাবেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া মৃতার পরিবারের লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাইকোর্টে ওই মামলাটি পুনরায় ১৭মে শুনানীর জন্য উঠবে।

আজ এক দিনের অধিবেশন, বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনে লড়ছে না বিজেপি

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : শনিবার একদিনের জন্য বসছে রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচনে প্রার্থী না দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি পরিষদীয় দল।

যদিও নির্বাচন বয়কট করার পিছনে বিজেপি-র তরফে যুক্তি দেখানো হয়েছে, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। ফলে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই অধ্যক্ষ নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে রাজ্যের ২৯২ আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে ২১৩ আসনে। তাছাড়া কালিম্পং থেকে নির্বাচিত নির্দল বিধায়কও শাসকদলকে সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে তৃণমূলের পক্ষে মোট বিধায়কের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৪। অন্যদিকে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা মাত্র ৭৭। ফলে শনিবার বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনে হেসেখেলেই জয়ী হওয়ার কথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণের পরে আগামিকাল শনিবার একদিনের জন্য বসছে রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। মূলত অধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্যই বিশেষ অধিবেশন বসবে। অধ্যক্ষ নির্বাচনের পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে বিধানসভা।

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্যের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুখ্যসচিবের আদেশমূলে পশ্চিম জেলার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। পরবর্তী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে। জেলাশাসকের এই আদেশে আরও বলা হয়েছে, জেলার সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিকগণ ও বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টারগুলি পরিদর্শনের মাধ্যমে এই নির্দেশ যথাযথ কার্যকর হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা দমন ও আক্রান্তদের পুনর্বাসনের দাবি জানাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ

নয়াদিল্লি, ৭ মে(হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন-পরবর্তী চলমান হিংসা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে শুক্রবার একটি বিবৃতি জারি করে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ভোট পরবর্তী এই হিংসা বন্ধের আবেদন জানিয়ে অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবি করেছেন। একই সঙ্গে দুর্গত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে সমাজের অন্যান্য অংশকেও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরি করার জন্য আবেদন করেছেন তিনি। পাশাপাশি সরকারকে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারে আস্থা ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন ব্যবস্থার আবেদন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি আরও জানিয়েছেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া প্রার্থী, সমর্থক, ভোটাররা সবাই দেশের নাগরিক। নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসার পর রাজ্যব্যাপী বিরোধী নেতাকর্মীদের উপর অনিয়ন্ত্রিত হিংসা প্রকাশিত হয়েছে যার তীব্র নিন্দা করা উচিত।

তিনি বলেন, "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এই ভয়াবহ হিংসার তীব্র নিন্দা জানায়। আমরা বিশ্বাস করি যে নির্বাচনের ফলাফলের পরে সংঘটিত এই হিংস্রতা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত গণতন্ত্র এবং সকল ভোটের প্রতি সম্মানের ঐতিহ্যের মূল চেতনা বিরোধী।'

হোসবলে বলেন যে, সরকারের প্রথম কর্তব্য দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সবার শান্তি ও সুরক্ষা প্রদান। সরকারের উচিত অপরাধমূলক প্রবণতা এবং সমাজ বিরোধীদের শাস্তি দেওয়া। সরকার কোনও একক দলের সমর্থকদের নয়, বরং পুরো সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।

সঙ্ঘের পক্ষ থেকে হিংসা দমন করার আবেদন করে সরকার্যবাহ বলেন যে, অবিলম্বে হিংসার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা রাজ্য সরকারের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার। সরকারের উচিত অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং হিংসার শিকার পরিবারগুলিতে আত্মবিশ্বাস ও সুরক্ষা ফিরিয়ে তাদের পুনর্বাস দেওয়া।

সরকার্যবাহ আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সমাজ বিরোধীরা মহিলাদের উপর ঘৃণ্য বর্বর আচরণ, নিরীহ মানুষদের বর্বর হত্যা, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান-দোকান লুট করা এবং লাগাতার হিংসার ফলে এসসি / এসটি সহ হাজার হাজার মানুষকে গৃহহীন করে ছেড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য মানুষকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছে। কোচবিহার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ রয়েছে।

তিনি বলেন যে, এই নৃশংস হিংসায় সবচেয়ে করুণ দিকটি হ"ল সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা কেবল নিঃশব্দ দর্শকরূপে দেখা যাচ্ছে। আক্রমণকারীদের মধ্যে কোনও ভয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আর সরকার বা প্রশাসনের মধ্যে এই হিংসা নিয়ন্ত্রণে কোনও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

সব শেষে তিনি উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সমাজের সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এই সঙ্কটের মুহুর্তে দুর্গত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে এবং আস্থার পরিবেশ তৈরি করার আহ্বান জানায়। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে চলা হিংসার কঠোর নিন্দা করার এবং সমাজে সম্প্রীতি, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আবেদন জানান।

চার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : নির্বাচনী ফলপ্রকাশের পর থেকে অশান্তির জেরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব গোবিন্দ মোহনের নেতৃত্বে চার সদস্যের ওই প্রতিনিধি দল শুক্রবার রাজভবনে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে। বৈঠক নিয়ে সরকারিভাবে কোনও তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে, রাজ্যপাল একাধিক ছবি টুইট করেছেন।

কোথাও বিজেপি কর্মীর দোকান ভাঙচুর তো কোথাও রাজনৈতিক কর্মীকে কুপিয়ে খুন। ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত রাজ্য। যা নিয়ে চিন্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যের কাছে জবাব চেয়ে না মেলায় বৃহস্পতিবারই রাজ্যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে অমিত শাহের মন্ত্রক। তবে তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়েই।

রাজ্যে এসেই বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর ও জগদ্দলে যায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি। বিজেপি নেতৃবৃন্দ ও বিধায়কদের একাংশের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। বালিগঞ্জে বিএসএফ-এর আঞ্চলিক দফতরে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, দলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন। দিলীপবাবু বলেন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য এসেছেন। নবান্নতেও গিয়েছিলেন। মুখ্যসচিব তাঁদের যেতে বারণ করেন। আমরা ২০০-২৫০ ঘটনার তালিকা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের কাছে লিখিতভাবে দিয়েছি। তাঁদের নিজের চোখে দেখে আসার অনুরোধ করেছি।"

তৃণমূলের অভিযোগ, অভিযোগ উঠছে, বেছে বেছে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদেরই বাড়িতে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে ক্যামেরাও নিয়ে যাচ্ছেন। ক্যামেরায় প্রহৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের থেকে বলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন কোন দল হামলা চালিয়েছে। নোদাখালিতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতেও দেখা গেল সেই একই ছবি। যদিও ক্যামেরায় প্রথমে কেউই কারও বা কোনও দলের নাম নিতে চায়নি। পরে আমতা আমতা করে একজন বলেন, "যে দল ক্ষমতায় এসেছে, তারাই হামলা চালিয়েছে।"এরপরই ক্যামেরা বন্ধ হয় প্রতিনিধি দলের।

বৃহস্পতিবারই ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, "কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল প্রচার করার চেষ্টা করছে, পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র বিজেপিই আক্রন্ত হচ্ছে। ঘটনাটা তা নয়। বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলও আক্রান্ত হয়েছে।" ঠিক যেভাবে রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল থাকাকালীনই বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাপুরে এক বিজেপি কর্মীর দোকান ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় বিজেপি তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলেছে। অন্যদিকে বারাসতের কানাপুকুর এলাকায় এক এবিভিপি নেতার বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতেই দেগঙ্গায় তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে।

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি ছাড়া আর কোনও দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেনি তাঁরা। এমনকী, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেও নয়। এদিন আবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে বৈঠক করেন। যিনি "বিজেপি-বান্ধব" হিসাবেই পরিচিত। ভোটের ফলাফলের দিন মমতাকে শুভেচ্ছা জানানোর আগেই রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুরোধ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যা দেখে তৃণমূলের প্রশ্ন, ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তে, না কি হিংসায় প্রহসন দিতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিনিধি দলের আগমন? মুখ্যমন্ত্রীও নবান্নতে বলেন যেখানে যেখানে বিজেপি জিতেছে সেখানে অশান্তি হচ্ছে।

দিলীপবাবু বলেন, "যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই সুরক্ষিত নন, সেখানে এ রকম কথার কী মানে? আগেও এ রকম হয়েছে। যখন আসানসোল চৌরাস্তায় বাবুল সুপ্রিয়র কনভয়ে ইট মারা হয় বা আমাদের নেত্রী রূপা গাঙ্গুলিকে চুলের মুঠি ধরে মারা হয়, ওনার পুরোদস্তুর মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েই হয়েছে। আর এখন তো আফগানিস্তান, সিরিয়ার মত মহিলাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গণধর্ষণ হচ্ছে, সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে।

দলবদল নিয়ে প্রশ্নে বিধানসভায় মুকুলের মন্তব্য নিয়ে ধন্দ

কলকাতা, ৭ মে (হি স)। একুশের যুদ্ধে শেষে তিনি কী ফিরছেন তাঁর পুরানো ঘরেই? প্রশ্নটা উঠেই গেল, কারন শুক্রবার তিনি সবার সামনেই বিধানসভা কক্ষে কথা বললেন শাসক দলের রাজ্য সভাপতির সঙ্গে। সেই সঙ্গে দলের বিধায়কদের এড়িয়ে তিনি গেলেন বিধানসভায় শাসক দলের মুখ্য সচেতকের ঘরে।

তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের ঘরে মুকুলবাবু সংক্ষিপ্ত বৈঠকও সারলেন। শপথ শেষে বিধানসভা ভবন থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে ছেঁকে ধরলো সাংবাদিকেরা। সেখানেই উড়ে এল প্রশ্ন, ফের কী তিনি ফিরছেন ঘাসফুলেই? বেশ মেপে তার জবাব দিলেন তিনি, "আমি আজ কিছু কথা বলব না। যেদিন বলার সেদিন সবাইকে ডেকে আমি বলব।"" ব্যাস এইটুকু কথাতেই বাংলার রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়লো তীব্র জল্পনা। নজরে তিনি, মানে মুকুল রায়।

রাজ্য বিধানসভায় গতকাল থেকে শুরু হয়েছে নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর পালা। সেই কাজ করছেন প্রোটেম স্পিকার সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এদিন ছিল শপথের দ্বিতীয় দিন। এদিনই বিধানসভায় এসেছিলেন মুকুল রায়। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী মুকুল রায় এদিন শপথ নিয়েই কথা বলেন সুব্রত বক্সির সঙ্গে। সেই ঘটনা অনেককেই অবাক করে। বিশেষ করে বিজেপির বিধায়কদের অনেকেই হতবাক হন। যদিও মুকুল জানিয়েছিলেন সেই কথা নিছকই সৌজন্য।

কিন্তু চমক তখনও বাকি ছিল। এদিন বিজেপির বিধায়কদের একটি বৈঠক ছিল বিধানসভায়। গেরুয়া শিবিরের সেই পরিষদীয় বৈঠকে বিজেপির সব বিধায়কেরই থাকার কথা ছিল। সেই বৈঠকে থাকার কথা ছিল রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। কিন্তু মুকুলবাবু সেই বৈঠকে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা বিজেপির পরিষদীয় দলের কক্ষেও যাননি। বরঞ্চ সোজা চলে যান বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে। সেখানে সংক্ষিপ্ত বৈঠকও করেন তিনি। এরপরেই বেড়িয়ে যান। এদিন কার্যত রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র জল্পনা ছড়িয়েছে যে মুকুল তৃণমূলে ফিরছেন খুব শীঘ্রই। আর একা অবশ্যই ফিরছেন না। সঙ্গে আনছেন বেশ কয়েকজন বিধায়ককে। এই সংখ্যাটা ঠিক কত সেই হিসাব মেলাতেই এখন কার্যত রাতের ঘুম ছুটেছে বিজেপির। কেউ বলছেন সংখ্যাটা ১০-১২, কেউ বলছেন ২০-২২ আবার কেউ বলছেন ৩১। সত্যিটা কোনটা সেটা ঘটনা না ঘটলে বোঝা মুশকিল।

মুকুলবাবু এদিন যেভাবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, "যেদিন বলার সেদিন সবাইকে ডেকে আমি বলব", তাতে অনেকে তাঁর দলবদলের সম্ভাবনা দেখছেন। অনেকেই মনে করছেন মুকুলের পাল্টি খাওয়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কারণ, লোকসভা ভোটে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও বিধানসভা ভোটে তাঁর মন্তব্য বা পরামর্শে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নির্বাচনে দলের আশাপ্রদ ফল না হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনেকটাই দায়ী বলে মনে করছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ভোট প্রচার চলার সময়ে খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, "শুভেন্দুর থেকে মুকুল অনেক ভালো।" আর সেই "ভালো" নিয়ে এখন জর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন আগামী দিনে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে আবারও মমতার পাশেই দেখা যাবে মুকুল রায়কে। যে মুকুল বিজেপির ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন, সেই মুকুলকেই ফের দেখা যেতে পারে মমতার নেতৃত্বে মোদী বিরোধী যুদ্ধে সামিল হতে। বিজেপি মহলের বক্তব্য, এটা নিছকই অপপ্রচার। রাজ্যের শাসক দলের মুখরোচক রটনামাত্র।

প্রয়াত প্রাক্তন বিচারপতি এম ওয়াই ইকবাল, শোকে বিহ্বল এন ভি রামানা

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): প্রয়াত হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম ওয়াই ইকবাল। বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম ওয়াই ইকবালের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের শুনানি শুরু হলে, এম ওয়াই ইকবালের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা।

বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) ইকবাল মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন তিনি এবং অবসর নেন ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯৫১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিচারপতি ইকবাল। ১৯৭০ সালে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন তিনি, ১৯৭৪ সালে আইনের ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১২-২০১৫ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন তিনি এবং ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

প্রতিদিন ৭০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন দিতেই হবে দিল্লিকে, সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ কেন্দ্রকে

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): অক্সিজেনের সঙ্কটে বেসামাল অবস্থা দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালের। অক্সিজেনের সঙ্কটে মৃত্যুও হচ্ছে বহু রোগীর। এমতাবস্থায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারকে স্বস্তি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, দিল্লিতে প্রতিদিন ৭০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন সরবরাহ করতেই হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এদিন কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'প্রতিদিন ৭০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন সরবরাহ করতেই হবে দিল্লিকে। দিল্লির হাসপাতালে দৈনিক ৭০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন দিতেই হবে। আমাদের কড়া পদক্ষেপ করতে বাধ্য করবেন না। ফের বলছি, প্রতিদিন দিল্লিকে ৭০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন সরবরাহ করতে হবে।"

করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় তরঙ্গে জর্জরিত রাজধানী দিল্লি। সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা হু হু করে বেড়েই চলেছে। অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম ফের বাড়ল, এই নিয়ে পরপর ৪ দিন

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): ফের দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। এই নিয়ে পরপর ৪ দিন। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই-সর্বত্রই দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.২৭ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.৩১ পয়সা। দাম বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৯১.৪১ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৮৪.৫৭ টাকা। কলকাতার পাশাপাশি শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতেও। দিল্লিতে ০.২৮ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৯১.২৭ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.৩১ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম এখন ৮১.৭৩ টাকাউ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.২৭ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.৩৩ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামউ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৯৭.৬১ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৮৮.৮২ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)উ চেন্নাইয়ে ০.২৫ পয়সা বৃদ্ধির পর পেট্রোলের দাম এখন ৯৩.১৫ টাকা এবং ০.৩০ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের এখন ৮৬.৬৫। অনেক দিন হল জ্বালানি তেলের দাম বাড়েনি এবং কমেওনি। কিন্তু, মঙ্গলবার একধাক্কায় অনেকটাই মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ব্লকে পৃথক ভাবে করোনা চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তাই অন্যান্য অসুস্থতা নিয়ে যাঁরা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসবেন তাঁদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ জয়ন্তী ব্লক একেবারে আলাদা জায়গায়।

টিকাকরণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় টিকাকরণে আরও গতি সঞ্চারিত করাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। কম সময়ে যাতে বেশি টিকাকরণ করা যায় সেই উদ্দেশেই কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। এমনিতে টিকাকরণে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম দু'একটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। আমি আবেদন করব, ৪৫-এর ঊর্ধ্বে যাঁদের বয়স, তাঁরা দ্রুত টিকা নিয়ে নিন। কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দেশিকা দিয়েছে, ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে টিকাকরণের, তার জন্য দুটি ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থার কাছেই অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যানসার হাসপাতালেও করোনা চিকিৎসার জন্য ১০০ বেডের পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভয় দিয়ে তিনি বলেন, ক্যানসারের চিকিৎসা যাঁরা করাতে আসবেন তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক।

মন্ত্রিসভায়

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসায় ১০০ জন চুক্তিভিত্তিক চিকিৎক নিয়োগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫ মে আবেদনপত্র জমা অন্তিম তারিখ ছিল। সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ১০ মে পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ৩০৫ জন আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে এমবিবিএস ৩৫ জন, হোমিওপ্যাথি ১৬৮ জন, বিডিএস ৯০ জন এবং আয়ুর্বেদিক ১২ জন চিকিৎসক আবেদন জানিয়েছেন।

৩৯১৫ জনের

● প্রথম পাতার পর

১,৭৬,১২,৩৫১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮১.৯৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৬ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ০৫৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৩,৭০,২৯৮ জনকে।

বায়ু সেনার

● প্রথম পাতার পর

করোনার প্রথম ঢেউয়ে ত্রিপুরায় অক্সিজেন নিয়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। তবে, সেই সমস্যা তখন কাটিয়ে উঠেছিল ত্রিপুরা সরকার। তাই, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রিম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ত্রিপুরা।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৪৪ জন এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন-এ ২৭১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৩১৫ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

নিউজ টপ লিংকের মানবিক প্রচেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। নিউজ টপ লিংকের মানবিক প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। মহামারী করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে এক সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। বুধবার আগরতলার নাগেরজলায় চতুর্থ দিন প্রায় দেড় শতাধিক মানুষের মধ্যে মাস্ক, সেনিটাইজার এবং সাবান তোলে দিয়েছেন। এদিন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রেডক্রস সোসাইটি আগরতলা শাখা। মানবিক টানে নিউজ টপ লিংকের পরিবারের সংগে হাত বাড়িয়ে মাস্ক, সেনিটাইজার এবং সাবান বিতরনে যুব মোর্চার কার্যকর্তারা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন নিউজ টপ লিংকের এডিটর ইন চীফ তথা কবিরত্ন সম্মানে সম্মানিত দীপংকর দেব, প্রদেশ সদর জেলা যুব মোর্চার সভাপতি প্রসেঞ্জিত ঘোষ, মুখপাত্র সায়ন দে, রজত পাল, সপ্তর্শী চৌধুরী প্রমুখ। যখন যখন মানববতা কোন সংকটে পড়বে নিউজ টপ লিংক কেবল খবর পরিবেশনে সীমিত থাকবেনা। সংস্থার এডিটর দীপংকর দেব বলেন, আমৃত্যু মানুষের পাশে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে চলছে এবং চলবেন।

ক্রীড়াঙ্গন

ভারতীয় ক্রিকেটের তারকা সুরেশ রায়নার পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা সোনুর

ফের মানবিক বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। করোনার জেরে দেশজুড়ে বিপদে পড়া বহু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আর এবার সাহায্য করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের তারকা সুরেশ রায়নাকে। কাকিমার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। টুইটে রায়নার এই আবেদনের পরেই তাঁর পাশে দাঁড়ালেন সোনু। মাত্র ১০ মিনিটেই অক্সিজেন জোগাড়ও করে দিলেন। পরবর্তীতে বলিউড তারকাকে ধন্যবাদও জানালেন বাঁ-হাতি এই ব্যাটসম্যান। আর এই খবর সামনে আসার পর সোনুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা।ত বছর করোনা আবহের শুরু থেকেই ত্রাতার ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল সোনু সুদকে। কখনও পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবার দেওয়া, তাঁদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা কিংবা দুঃস্থদের সাহায্য করা-সবেতেই সোনু এগিয়ে এসেছেন। প্রমাণ করেছেন রিল লাইফে 'ভিলেন'-এর চরিত্রে অভিনয় করলেও রিয়েল লাইফে তিনি 'নায়ক'। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ও একই ভাবে বিপদে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। ঠিক যেভাবে সাহায্য করলেন চেন্নাই সুপার কিংসের তারকা সুরেশ রায়নার।বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে নাগাদ রায়না টুইট করেন, ''মেরঠে আমার কাকিমা করোনা পজিটিভ। তাঁর জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার দরকার।'' এর সঙ্গেই রায়না কাকিমার বয়স ও সমস্যার কথাও তুলে ধরেন টুইটে। ট্যাগ করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর তরফে সাড়া পাওয়ার আগেই সোনু সুদ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান সোশ্যাল মিডিয়াতেই। বলিউড তারকা রায়নার কাছ থেকে সিলিন্ডার পাঠানোর জন্য বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। রায়না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁকে সরাসরি বিস্তারিত তথ্য পাঠাচ্ছেন বলেও জানান। কিছুক্ষণ পর রায়না পুনরায় টুইট করে অক্সিজেন সিলিন্ডার পাওয়া গিয়েছে বলে জানান এবং সাহায্য করতে চাওয়া প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জিদানের রিয়াল কি শেষের পথে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও রিয়াল মাদ্রিদ যেন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। নেপথ্যে স্পেনের ক্লাবের অবিশ্বাস্য সাফল্য। ১৩ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে রিয়াল। অথচ এই নিয়ে টানা তিন বার ফাইনালেই উঠতে পারলেন না করিম বেঞ্জামারা। বুধবার রাতে লন্ডনের স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসির কাছে ০-২ হারের (দুই পর্ব মিলিয়ে ১-৩) পরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে, ইউরোপীয় ফুটবলে রিয়ালের আধিপত্য কি তা হলে শেষ?সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে নতুন ভাবে সব কিছু গড়ে তোলার সময় কি আগত? চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে চেলসির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে বেঞ্জেমার গোলে কোনও মতে হার বাঁচিয়েছিল জিনেদিন জিদানের দল। বুধবার রাতে দ্বিতীয় পর্বের শেষরক্ষা হয়নি। ২৮ মিনিটে প্রথম গোল করেন টিমো ওয়ের্নার। ৮৫ মিনিটে ২-০ করেন মেসন মাউন্ট। এই গোলের পরেই ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি স্ট্রাইকার গ্যারি লিনেকার টুইট করেন, ''অবশেষে চেলসি সেমিফাইনালের বাধা অতিক্রম করল। ওরা শুধু অসাধারণ খেলেনি, রিয়ালের চেয়ে লক্ষ মাইল এগিয়ে ছিল। এত দুর্বল রিয়ালকে আমি কখনও দেখিনি।'' রিয়ো ফার্ডিনান্ডের কথায়, ''রিয়ালকে বুড়োদের দল মন হচ্ছিল। তারুণ্যে ভরপুর চেলসির ফুটবলারেরা ছিল ক্ষুধার্ত। সেমিফাইনালের দুই পর্বে রিয়ালকে কার্যত খেলতেই দেয়নি চেলসি। স্পেনীয় সংবাদমাধ্যমের পর্যবেক্ষণ, ''রিয়ালের ফুটবলারদের ক্লান্ত ও লক্ষ্যহীন দেখিয়েছে।'' অন্য একটি সংবাদপত্র লিখেছে, ''চেলসি যোগ্য দল হিসেবেই গুঁড়িয়ে দিয়েছে ১৩ বার ইউরোপ সেরাদের।''চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত মরসুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-র কাছে হেরে (দুই পর্ব মিলিয়ে ২-৪) শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছিল রিয়াল। তার আগের মরসুমে হার আয়াখস আমস্টারডামের কাছে (দুই পর্ব মিলিয়ে ৩-৫)। সে বারও শেষ ষোলোর বাধা টপকাতে পারেনি রিয়াল। তখন অবশ্য জিদান ছিলেন না দায়িত্বে। সান্তিয়াগো সোলারি ছিলেন রিয়ালের ম্যানেজার।

মেসি কোথায় খেলবেন ?

তাঁর সঙ্গে ক্লাবের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে ৩০ জুন। তার পরে লিয়োনেল মেসির ভবিষ্যৎ কী? সেই প্রশ্ন নিয়েই ফের স্পেনীয় ফুটবলে শুরু হয়েছে গুঞ্জন, যা বার্সেলোনা সমর্থকদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।বৃহস্পতিবার স্পেনের এক সংবাদপত্র জানিয়েছে, নতুন মরসুমে স্পেন ছেড়ে প্যারিসেই উড়ে যেতে চলেছেন আর্জেন্টিনীয় তারকা। তাঁকে ক্যাম্প ন্যু থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে প্যারিস সাঁ জারমাঁ দলের। আগামী মরসুমে মেসিকে সামনে রেখেই নতুন ভাবে দলকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন ক্লাবের মালিক নাসের আল খেলাইফি। তাঁর তালিকায় যেমন এক নম্বরে রয়েছে মেসির নাম, তেমনই সেই তালিকায় নাম রয়েছে লিভারপুল তারকামাঞ্চেস্টার সিটির কাছে হেরে এ বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিয়েছে পিএসজি। সেই ব্যর্থতা নিয়ে আর বেশি মাথা না ঘামিয়ে নতুন মরসুমে সেরা দল তৈরি করার উপরে ক্লাবকর্তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন বলে দাবি করেছে ওই সংবাদপত্র। এই মরসুমে ফরাসি কাপ জয় ছাড়া আর কোনও সাফল্য নেই নেমার দা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়রদের ক্লাবের। ফরাসি লিগে এখনও পর্যন্ত দুই নম্বরে রয়েছে তারা। এক নম্বরে রয়েছে লিল। স্পেনের পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, খেলাইফি ক্লাবকর্তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন এই মরসুমে কী হয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা না করে নতুন মরসুমের জন্য দলকে শক্তিশালী করে তোলার কাজ শুরু করে দিতে। এই মুহূর্তে যে দল রয়েছে মৌরিসিয়ো পচেত্তিনোর হাতে, তাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে দরকার একজন মহাতারকা, একজন মিডফিল্ডার, একজন স্ট্রাইকার এবং একজন নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার।

শুক্রবার হতে পারে নির্বাচন, ইংল্যান্ড সফরে ৩০ জনের বিশাল দল নিয়ে যেতে পারেন কোহলীরা

আইপিএল বাতিল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ইংল্যান্ডে চার মাসের কঠিন সফর আসতে চলেছে। দীর্ঘদিন জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকার ক্লান্তি ক্রিকেটারদের উপর পড়তে পারে। তাই ঝুঁকি না নিয়ে ৩০ জনের বিশাল দল নিয়ে যেতে চলেছে ভারত।'এ' দলের হয়ে খেলা অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালের পাশাপাশি সেই দলে দেখা যেতে পারে ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএল-এ সফল দেবদত্ত পাড়িক্কলকেও।১৮-২২ জুন সাদাম্পটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলবে ভারত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরু ৪ অগস্ট থেকে। চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। রয়েছে ১৪ দিনের নিভৃতবাসের নিয়মও। তাই ক্রিকেটারদের বোঝা লাঘব করতেই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে বোর্ড।অভিমন্যু, প্রিয়াঙ্ক এবং দেবদত্তের লড়াই মূলত অতিরিক্ত ওপেনার হওয়ার। দলে ফিরতে পারেন পৃথ্বী শ। ঋষভ পন্থ এবং ঋদ্ধিমান সাহার পাশাপাশি তৃতীয় উইকেটকিপার হওয়ার দৌড়ে ঈশান কিশন এবং কোনা ভরত। রবি অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজার পর স্পিনার হিসেবে নেওয়া হতে পারে অক্ষর পটেল এবং রাহুল চাহারকে। বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে শার্দূল ঠাকুরের আসার জোরালো সম্ভাবনা।টি নটরাজন না থাকায় বাঁ হাতি বোলার হিসেবে জয়দেব উনাদকাটকে নেওয়া হতে পারে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং আবেশ খানও দৌড়ে রয়েছেন। চোট কাটিয়ে ফিরতে পারেন মহম্মদ শামি, হনুমা বিহারী এবং ভুবনেশ্বর কুমারও।

মাদ্রিদ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন রাফায়েল নাদাল

মাদ্রিদ, ৭ মে (হি.স.): মাদ্রিদ ওপেনে অঘটন। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিলেন ক্লে কোর্টের রাজা রাফায়েল নাদাল। শুক্রবার তিনি স্ট্রেট সেটে হারেন জার্মান টেনিস তারকা আলেকজান্ডার জাভেরেভের কাছে। খেলার ফল ছিল ৪-৬, ৪-৬। ৩৪ বছরের নাদাল এর আগে চলতি মাদ্রিদ ওপেনের রাউন্ড৩২ ও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল অতি সহজেই অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে এসেই থেমে গেল ২০২১ মাদ্রিদ ওপেনের যাত্রা। পাঁচবারের মাদ্রিদ ওপেন চ্যাম্পিয়নের ষষ্ঠবারের জয়ের স্বপ্নে জল ঢেলে দিলেন জার্মান টেনিস তারকা আলেকজান্ডার জাভেরেভ। এদিন বিশ্বের ৬ নম্বর টেনিস তারকা ক্লে কোর্টে রাজাকে হারিয়েছেন মাত্র ১ ঘন্টা ৪৬ মিনিটে। এদিন প্রথম থেকেই আক্রমনাত্মক ছিলেন নাদাল। কিন্তু বেশি আক্রমণ করতে গিয়ে বারবার ভুল করে বসেন তিনি। জাভেরেভ ছটা ব্রেক পয়েন্টের মধ্যে তিনটেকে নিজের দখলে করতে সক্ষম হয়। এবং ৪-৬, ৪-৬ ফলে ক্লে কোর্টের রাজাকে বাগে নিয়ে চলে আসে। ম্যাচের পরে জাভেরেভ জানিয়েছেন, 'এটা আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত সব থেকে বড় জয়, বিশেষ করে তুমি যখন ক্লে কোর্টের রাজার বিরুদ্ধে খেলছ, আমাদের খেলায় এটাই সব থেকে বড় কথা।'তিনি আরও জানান 'স্পেনের মধ্যে তাঁকে হারানটা অবিশ্বাস্যের। তবুও টুর্নামেন্ট এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আমি ডমিনিকের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছি, যিনি আরও একজন ক্লে কোর্টের ভাল খেলোয়াড়।'' —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গুয়ার্দিওলার স্বপ্নের ফুটবল নিয়ে উদ্বেগে নেই, হুঙ্কার টুহলের

রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে উঠে চেলসির ম্যানেজার টমাস টুহল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালেও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে ভাল কিছু করার ব্যাপারে আশাবাদী। তাঁর মতে, পেপ গুয়ার্দিওলার ক্লাব এই মুহূর্তে ইউরোপীয় ফুটবলে উচ্চতার মাপকাঠি। কিন্তু তবু তাঁরা ম্যান সিটিকে ভয় পাচ্ছেন না। এমনকি টুহলের দাবি, তাদের হারানোর আত্মবিশ্বাসও চেলসির আছে।টিমো ওয়ের্নার ও মেসন মাউন্টের গোলে চেলসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বে বুধবার ২-০ গোলে হারিয়েছে জিনেদিন জিদানের ক্লাবকে। প্রথম পর্বে ফল ছিল ১-১। ফুটবল মহল কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালেও চেলসির সাফল্যের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না। তার সব চেয়ে বড় কারণ, কিছুদিন আগেই এফএ কাপ সেমিফাইনালে ম্যান সিটিকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের ক্লাব। টুহল বলেছেন, ''ওই ম্যাচের ফলটা অবশ্যই আমাদের কাছে তৃপ্তির। যা আমাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে আমি মনে করি ইউরোপের ফুটবলে বায়ার্ন মিউনিখ আর ম্যাঞ্চেস্টার সিটিই উচ্চতার মাপকাঠি। আমরা সেই ব্যবধানটাই কমানোর চেষ্টা করেছিলাম এফএ কাপে।'' যোগ করেছেন, ''সেই সেমিফাইনালে সত্যিই আমরা ভাল খেলেছিলাম। এ বার আমাদের ওই ম্যাচের পারফরম্যান্সেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে। ওই জয়ের পরে আমাদের পুরো দলটারই কিন্তু আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। ছেলেরা বুঝেছিল, বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধেও ওরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে।''ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডকে সরিয়ে প্যারিস সাঁ জারমাঁ থেকে বহিষ্কৃত টুহলকে চেলসি কোচ করে এনেছিল জানুয়ারিতে। এবং দায়িত্ব নিয়েই তিনি দারুণ সফল। ইংল্যান্ডের ক্লাবকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তিনি নবম থেকে তুলে নিয়ে আসেন চতুর্থ স্থানে। ''একটা সময় প্রিমিয়ার লিগে আমরা বেশ কঠিন অবস্থায় ছিলাম।

কিন্তু ছেলেরা চ্যালেঞ্জটা নিয়ে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। তার পরের বহু ম্যাচে আমাদের দল অসাধারণ মানসিকতা দেখিয়ে খেলেছে। তাই ইস্তানবুলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালেও দল আত্মবিশ্বাস নিয়েই খেলতে যাবে। আশা করি, চোট আঘাতের সমস্যাও থাকবে না। থাকবে যে কোনও কঠিন ম্যাচ জেতার ইতিবাচক শক্তিটা,'' বলেছেন টুহল।

অলিম্পিক্স প্রথম রূপান্তরকামী প্রতিযোগি হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করলেন ভারোত্তোলক লাউরেল

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): অলিম্পিক্সের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও রূপান্তরকামী অ্যাথলিট অলিম্পিক্সের আসরে অংশ নিতে চলেছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন অলিম্পিক্সে দেখা যেতে পারে নিউজিল্যান্ডের ৪৩ বছরের ভারোত্তোলক লাউরেল হাবার্ডকে। তিনি অলিম্পিক্সের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড করতে চলেছেন।

২০১৭ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি সিলভার পদক জিতেছিলেন। ২০১৯ সালে চোট আঘাতের কারণে ষষ্ঠ স্থান দখল করেন। তবে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী হিসাবে নয়, হাবার্ড বয়স্ক প্রতিযোগি হিসাবেও অলিম্পিক্সের আসরে নামবেন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ২০১৫ সালে একটি গাইড লাইন প্রকাশ করেন, তাতে বলা আছে যদি কোনও পুরুষ নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে মহিলা হয় তাহলে বিনা পরীক্ষাতে তাকে মহিলা বিভাগে নামতে দিতে হবে। শুধুমাত্র টেস্টোস্টেরন লেভেল দেখা হতে পারে। অলিম্পিক্সের এই পদক্ষেপকে অনেকেই সাহসী বা ভাল পদক্ষেপ হিসাবে দেখছেন। কিন্তু অনেকেই এর সমালোচনা করছেন। অনেকেই মনে করেন হাবার্ড একটা বাড়তি সুবিধা পেতেই পারেন। কারণ তিনি একজন পুরুষ থেকে মহিলা হয়েছেন। ফলে তাঁর মধ্যে মহিলাদের তুলনায় বাড়তি ক্ষমতা থাকবে, যার সুবিধা পেতে পারেন হাবার্ড। তবে এসব কিছুকে পাত্তা দিচ্ছেন না নিউজিল্যান্ডের এই অলিম্পিয়ান। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করোনা কালে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা অশ্বিনের

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে এবার দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রয়োজন পড়লে তিনি এন৯৫ মাস্ক কিনে দিতে তৈরি। এমনটাই বলেছেন তিনি। সেই সঙ্গে কীভাবে দুঃস্থদের মধ্যে এন৯৫ মাস্ক বিতরণ করা যায় তারও পরামর্শ চেয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি অশ্বিনের পরিবারের দশজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আইপিএলের মাঝপথে বেরিয়ে আসেন তিনি পরিবারের পাশে থাকার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার সকলকে অশ্বিন মাস্ক পরার, সুযোগ পেলেই টিকা নেওয়ার আবেদন জানান। শুক্রবার, টুইটারে অশ্বিন সকলকে টিকা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে লেখেন, ''আমি সকলকে অনুরোধ করছি একে অপরের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন ও ডবল মাস্ক পরুন (দয়া করে কোনও কাপড়ের মাস্ক নয়)। নিরাপদ থাকার জন্য ভ্যাকসিন নিতেও অনুরোধ করছি। ভ্যাকসিন নিলে এই মারাত্মক ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সামিল হতে পারব।''

টুইটারে অশ্বিনের এই টুইট দেখে এক ভক্ত লেখেন ''একটি এন৯৫ মাস্কের দাম শুরু ৭০টাকা থেকে। একটা সাধারণ মাস্কের দাম ১০টাকা। যেটা আমরা ৮ ঘন্টার বেশি ব্যবহার করতেও পারি না। যে মানুষরা ঠিক মত খেতে পায় না, যাদের আয় খুব কম তারা কীভাবে এই মাস্ক কিনবে? কোনও প্রতিকার আছে?''

উত্তরে ভারতের তারকা ক্রিকেটার বলেছেন, ''এন৯৫ মাস্ক পরিস্কার করে পুণরায় ব্যবহার করা যায়।যারা এই মাস্ক কিনতে পারছেন না আমি যদি সেই সকল মানুষকে এই মাস্ক কিনে দিই তা হলে আমি খুবই খুশি হবে। আমার টাইমলাইনে এইরকম কোনও ব্যক্তি থাকলে আমাকে জানান, আমি কীভাবে দুঃস্থদের মধ্যে এন৯৫ মাস্ক বিতরণ করতে পারি।''

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned during the FY 2021-22 on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual / Fishery Based SHGs / MSS ltd.) of Ompi R.D. Block under Amarpur Sub-Division producing available quantity of Major Carp fingerling in their own / leased out water bodies for Supply of Mixed Major Carp Fish Fingerlings (7 cm and above size) in different VC areas under Circle — I of Ompi R.P. Block for distribution in different departmental schemes during the FY 2021-22. The dropping of tender will be eligible for the permanent residents within Ompi R.D. Block under Amarpur Sub-Division. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 27/05/2021 in any working days up to 2.00 for collection of tender form and detail terms and condition. The last date of submission of the tender is up to 2.00 PM of every working day till **29/05/2021.**

(Ajoy Das)
Superintendent of Fisheries
Amarpur, Gomati Tripura.

ICA-C-458/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- 04 /EE/WRD-1/2021-22. Dated, 04/05/2021.

The Executive Engineer, W.R. Division No. I, Kunjaban, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', sealed item rate tender (s)from vehicles owners having registration of commercial licence,GST/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Rly/Other State PWD in P.W.D. Form 8(Eight) upto 3.00 P.M onter05-2021 for the following work. Tender may likely to be opened on the same day at 3.30P.M. if possible.

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIT No. 02 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs.1,93,500.00	Rs.1,935.00	8(Eight)months.
2	DNIT No. 03 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs.1,93,500.00	Rs.1,935.00	8(Eight)months.
3	DNIT No. 04 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs.1,93,500.00	Rs.1,935.00	8(Eight)months.
4	DNIT No. 05 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs.1,89,000.00	Rs.1,890.00	8(Eight)months.
5	DNIT No. 06 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs.1,93,500.00	Rs.1,935.00	8(Eight)months.
6	DNIT No. 07 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs.1,93,500.00	Rs.1,935.00	8(Eight)months.

The Last date and Time for receipt of application for issue of tender form is on **20/05/2021** upto 4.00 PM & Last date of Issue of tender form is on **25/05/2021** upto 4.00 PM. And last date of dropping of tender form is on **28/05/20201** upto 300 PM. The tender will be opened on the same day at 3.30 PM if possible.

Notes:-For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

(Er.Pankaj Kr. Raha)
Executive Engineer
Water Resource Division No-I
Kunjaban, Agartala, Tripura.
Office Phone No.0381- 235-0206

ICA-C-434/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER

The undersigned invites sealed tender on prescribed format on behalf of Governor of Tripura for supply of mixed varieties of fingerlings (MC) having size of 7 c.m and above in different wards of AMC of Sadar Sub-Division under West Tripura Dist. from the bonafide fish seed growers /Fishery based SHGs/MSS Ltd. of concerned AMC for implementation of different schemes under State Plan & Central Plan during 2021-22.

The sealed cover of tender duly super scribed **"Tender for supply of fish seed for AMC under Sadar Sub-Division for the year 2021-22"** should reach to the Office of the undersigned up to 2.00 PM of 25/05/2021 through Registered post / Speed post. The tender will be opened on 25/5/2021 at 3.00 PM.

The detailed tender ilotice along with prescribed tender format and Terms and Condition m7y be collected from Office of the undersigned w.e.f. 10/05/2021 to 17/05/2021 on working days during 11.00 AM to 3.00 PM against payment of Rs.500/- of demand draft / D call from any bank (Non- refundable) for each tender .

(R. CHAKRABORTY)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
SADAR : AGARTALA

ICA-C-445/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER

SEALED TENDER IS HEREBY INVITED BY THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA FROM THE BONAFIED FISH SEED GROWERS (NDIVIDUAL /FISHERY BASED SHGs/MSS LTD.) OF KAMALPUR SUB-DIVISION PRODUCING AVAILABLE QUANTITY FISH FINGERLING IN THEIR OWN/LEASED OUT WATER BODIES FOR SUPPLY OF MAJOR CARP FINGERLING IN DIFFERENT GP/VC AREAS OF DURGACHOWMUHANI BLOCK (PART- I1) UNDER KAMALPUR SUB-DIVISION DURING THE YEAR 2021-22. THE LAST DATE OF SUBMISSION THE TENDER IS 17/05/2021 UPTO 4.00 P.M .THE DROPPING OF TENDER WILL BE ELIGIBLE FOR ONLY WITHIN SPECIFIED GP/VC DURGACHOWMUHANI BLOCK UNDER KAMALPUR SUB-DIVISION AREA. THE INTERESTED TENDERER MAY CONTACT WITH THE OFFICE OF THE UNDERSIGNED ON OR BEFORE 17/05/2021 ON ANY WORKING DAYS FOR COLLECTION OF TENDER FORM AND DETAIL TERMS AND CONDITIONS.

(S. SIL)
SUPDT.OF FISHERIES
KAMALPUR, DHALAI TRIPURA

ICA-C-439/2021-22

PNIe-T No. 06/EE/DWS/KD/2021-22 Dt. 30/04/2021

(1) DNIe-T No_101/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(2) DNIe-T No_102/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(3) DNIe-T No_103/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(4) DNIe-T No_104/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(5) DNIe-T No_105/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(6) DNIe-T No_106/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(7) DNIe-T No_107/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(8) DNIe-T No_108/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(9) DNIe-T No_109/SE/DWS/C/KGT/2021-22
(10) DNIe-T No_110/SE/DWS/C/KGT/2021-22

Period of downloading of biding documents at :- **10/05/2021** to **29/05/2021**
Deadline for online Bidding :- **29/05/2021** up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid :- **31/05/2021** up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) :- 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www.tripuratenders.gov.in
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura,

ICA-C-452/2021-22

-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref :- East Agartala Women PS G. D. Entry No. 31, dated 03/05/2021

পাশের ছবিটি শ্রীমতি রূপালী দাস, স্বামী - শ্রী প্রকাশ দাস, সাং- পূর্ব প্রতাপগড়, থানা- আগরতলা পূর্ব থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙঃ ফর্সা, পরনে - শাড়ি, গত ০১/০৫/২০২১ ইংরেজি তারিখ আনুমানিক সকাল ১০টার সময় কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোনও তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৪৯১৮

ICA-D-144/21

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রীমতি সাধনা দেববর্মা (৩২) পিতা শ্রী সুধন্য দেববর্মা, সাং - সায়দাছড়া, থানা - ফটিকরায়, উনকোটি ত্রিপুরা। গত ২১.০৪.২০২১ ইং তারিখ নিজ বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা ঃ- বয়স ৩২ বছর, উচ্চতা ৪ ফুট, গায়ের রং - ফর্সা, চুল - লম্বা কালো, পরনে - আকাশী রং এর টপ এবং স্কার্ট। ফটিকরায় থানার জি.ডি. ই নাম্বার ২১ তারিখ ২৪.০৪.২০২১। উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা

১। এসপি উনকোটি কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২৩৯২।
২। এসডিপিও কুমারঘাট ফোন নং - ০৩৮২৪-২৬১২৮৮।
৩। ও সি ফটিকরায় থানার ফোন নং - ০৩৮২৪-২৬১৫৮৮।

ICA-D-142/21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ করা হয়। ছবি নিজস্ব।

উদয়পুরে প্যাথলজিকে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। উদয়পুরের পারফেক্ট প্যাথলজিকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানা করলো গোমতী জেলা ভোক্তা আদালত। মন্দির নগর উদয়পুররের ফুলকুমারীর বাসিন্দা বিজয় দাস নামে এক ব্যক্তি পেশায় টিএসআর জোয়ান পারফেক্ট প্যাথলজিতে হেপাটাইটিস সি এর পরীক্ষা করান। সেই রিপোর্টে তার হেপাটাইটিস সি পজেটিভ ধরা পড়ে। সেই মোতাবেক উনি এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসকদের পরামর্শে হেপাটাইটিস সি এর ঔষুধ খেতে থাকেন। কিছুদিন পর উন্নত চিকিৎসার জন্য উনি চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটালে গিয়ে যখন হেপাটাইটিস সি এর পরীক্ষা করান সেখানে দেখা যায় উনার হেপাটাইটিস সি এর পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু উনি পারফেক্ট প্যাথলজির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘদিন ওষুধ খাওয়ার ফলে উনার শারীরিকভাবে অনেকটাই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যার ফলে উনি পারফেক্ট প্যাথলজির নামে উদয়পুর গোমতী জেলা ভোক্তা আদালতে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি মামলা করেন। দীর্ঘদিন সেই মামলা চলার পর অবশেষে ভোক্তা আদালতের মাননীয় বিচারক এ কে নাথ এই মামলায় অভিযুক্ত পারফেক্ট প্যাথলজিকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে জরিমানা করেন। অভিযোগকারীর পক্ষে এই মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী অতনু দাস। এদিন ভোক্তা আদালতের এই রায়ে খুশি অভিযোগকারী বিজয় দাস।

সরকারের ব্যর্থতা দেশকে লকডাউনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে দাবি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): দেশের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। সমস্ত দেশবাসীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকাকরণের আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ টিকাকরণ প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনার দাবি করেন কংগ্রেস নেতা। সরকারের ''সুস্পষ্ট টিকাকরণ নীতি বা পরিকল্পনা নেই'' বলেও তোপ দাগেন রাহুল। রাহুল চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, সরকারের ব্যর্থতা দেশকে জাতীয় লকডাউনের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

চিঠিতে রাহুল লেখেন, ''ভারতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে করোনা বৃদ্ধিতে শুধু দেশের নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রভাব পড়ছে।'' রাহুল প্রধামমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রাথমিক কর্তব্যের কথা। লিখেছেন, 'কোভিড সুনামি সমান তালে তাণ্ডব চালানোয় আমি আপনাকে চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। এই অভূতপূর্ব সংকটের সময়ে আপনার একমাত্র প্রাধান্য হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের কল্যাণ। দেশের মানুষ যে প্রবল কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলেছেন, তা থামাতে আপনার সব কিছু করা উচিত। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের দায়িত্বের কথা মনে রাখা প্রয়োজন'। রাহুল চিঠিতে জানিয়েছেন, ভারতের নাগরিক বৈচিত্র্যের কারণেই ভাইরাস এতবার রূপ পাল্টে আক্রমণ করতে পারছে। চিঠিতে লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশে ভাইরাসের প্রজাতি পরিবর্তনের দিকে নজর রাখা, নতুন প্রজাতির উপর ভাইরাসের কর্মক্ষমতা কতটা, তা বিচার করা, দেশের মানুষের দ্রুত টিকাকরণ করা ও ভারতের আবিষ্কার সম্পর্কে সারা পৃথিবীর মানুষকে অবগত করা'।

তেলিয়ামুড়ায় বন্ধ থাকা ক্যাফেটেরিয়া খোলার পরিকল্পনা পুর পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। তেলিয়ামুড়া অবস্থিত বড়মুড়া ক্যাফেটেরিয়ার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এটি পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে থাকা তেলিয়ামুড়া বড়মুড়া ক্যাফেটেরিয়া প্রথমদিকে লাভের মুখ দেখতে থাকলেও পরবর্তী সময়ে লোকসানের বহর চলতে থাকে। সেই কারণে বাম আমলেই বড়মুড়া ক্যাফেটেরিয়া বন্ধ হয়ে যায় দীর্ঘ প্রায় ৩ থেকে সাড়ে তিন বছর ধরে বন্ধ থাকে বড়মুড়া ক্যাফেটেরিয়া। ক্যাফেটেরিয়া টি বন্ধ থাকার ফলে এই ক্যাফেটেরিয়াস্থিত জায়গায় চলত অসামাজিক কাজকর্ম। বিষয়টি তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের নজরে আসে।এদিকে শুক্রবার তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সি.ই.ও তথা মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল বড়মুড়া ক্যাফেটেরিয়া পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন পুর পরিষদের ডেপুটি সি.ই.ও তথা ডি.সি.এম সজল দেবনাথ, ইঞ্জিনিয়ার জয়দ্বীপ দাস সহ অন্যান্যরা।পরিদর্শনকালে প্রত্যক্ষ করা যায় ওই ক্যাফেটেরিয়ার দালান বাড়িটির বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরে যায়।পরে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সি.ই.ও তথা তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য জানান, তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সাথে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের কথাবার্তার পর শুক্রবার এই ক্যাফেটেরিয়াটির চাবি পুর পরিষদের হাতে তুলে দেয়। তিনি এও জানান, এই ক্যাফেটেরিয়াটি সংস্কার করা হবে। পরে এটাকে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ নতুন রূপ দেবে। ক্যাফেটেরিয়াটির পুনরায় চালু করে পুর পরিষদ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরকে আয়-উপার্জনের টাকা দেবে।

পানিসাগরের জৈতাং এডিসি ভিলেজে সুপারি বাগানে পোকার আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। উত্তর জেলার পানিসাগরের জৈতাং এডিসি ভিলেজে সুপারি বাগানে পোকার আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাতে অসহায় হয়ে পড়েছে সুপারি চাষীরা।ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি ভিলেজ গুলির মধ্যে গুলির মধ্যে অন্যতম একটি এডিসি ভিলেজ হল পানিসাগর আর ডি ব্লকের আউতাধীন জৈতাং এডিসি ভিলেজ।জৈতাং এডিসি ভিলেজে রয়েছে ২৫০ জনজাতি পরিবারের বসবাস। জৈতাং এডিসি ভিলেজের জনজাতিরা সুপারির চাষের উপর নির্ভর করে বহু বছর ধরে জীবিকা নির্বাহ করছেন।প্রায় ৯০ শতাংশ উপজাতি পরিবার সুপারি চাষের উপর নির্ভরশীল। এই সুপারি চাষ করে পরিবার প্রতিপালন করতেন জৈতাং এডিসি ভিলেজের জনজাতিরা। কিন্তু বর্তমানে সুপারি চাষের উপর নির্ভর করে পরিবার প্রতিপালন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে জৈতাং এডিসি ভিলেজের জনজাতিদের। এককালে ত্রিপুরার মধ্যে জৈতাং এডিসি ভিলেজের সুপারি ছিলো খ্যাত নামা। জৈতাং এডিসি ভিলেজ থেকে সুপারি ক্রয় করে আসাম সহ ত্রিপুরা বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হতো। সুপারি ব্যবসায়ীরাও জৈতাং এ ছুটে যেতেন সুপারি ক্রয় করার জন্য। কিন্তু এখন আর সুপারি ব্যবসায়ীরাও জৈতাং ছুটে যান না সুপারি ক্রয় করার জন্য। ইদানিংকালে জৈতাং এডিসি ভিলেজে আগের মত আর সুপারি গাছে ফসল আসেনা।জৈতাং এডিসি ভিলেজের জনজাতিদের বক্তব্য সুপারি গাছে নাকি রোগে ধরেছে। তাদের কাছে সেই রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ আনার অর্থ নেই। ওষুধ এনে গাছ দেবে এমন আর্থিক সম্বল নেই সুপারি চাষীদের। সুপারি চাষীদের অভিমত গাছ গুলোকে বাঁচালে তাতে ফসল ধরবে আগের মত। তা দিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করতে পারবে জৈতাং এর জনজাতিরা।জৈতাং এর জনজাতিদের বক্তব্য যদি সরকার তাদের কথা চিন্তা করে সুপারি গাছ গুলোকে বাঁচাতে ওষুধ সরবরাহ করে তাহলে সুপারি গাছ গুলিকে বাঁচানো সম্ভব হবে এবং অধিক পরিমাণে ফলন আসবে। গাছে ফসল আসলে হাসি ফুটবে জনজাতিদের মুখে।এখন দেখার বিষয় সরকারে এ বিষয়ে সঠিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিনা। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বর্তমান এডিসি প্রশাসনের কাছেও তারা একই দাবি জানিয়েছে। সরকার ও প্রশাসন এগিয়ে আসলেই জনজাতিদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে বলে তারা মনে করেন।

দেড় বছরের শিশুর বিনামূল্যে হৃদরোগের সফল অস্ত্রোপচারে দপ্তরের ভূমিকায় আনন্দিত শিশুর পিতামাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাষ্ট্রীয় বাল (শিশু) স্বাস্থ্য কার্যক্রম ত্রিপুরাতে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর সুফল পাচ্ছে ১৮ বছর অবধি জন্মগতরোগ, বিকাশগত ত্রুটি অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুরা। বামুটিয়া ব্লকের জলিলপুরের বাসিন্দা সমরজিৎ ভিলের দেড় বছরের শিশুপুত্র শ্রীমন্ত ভিল জন্ম থেকেই হৃদরোগে ভুগছিল।

জলিলপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রুটিন মাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অর্পিতা বণিক শিশুটির হৃদরোগ সনাক্ত করেন। তারপর তাকে সুচিকিৎসার জন্য আর বি এস কে কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করা হয় এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্গালুরুতে নারায়ণ হৃদয়ালয়ে অস্ত্রোপচারের জন্য পাঠানো হয়। গতবছর তার অস্ত্রোপচার হয় এবং সম্পূর্ণ ব্যয়ভার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা বহন করে। সম্পতি আর বি এস কে-এর তরফে পুনরায় শিশুটির শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়া হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা ভাল।

তাঁর পরিবারের সদস্যরাও দপ্তরের ভূমিকায় আনন্দিত। উল্লেখ্য২০২০-২১ সালে আর বি এস কে ত্রিপুরার পক্ষ থেকে ৮৪ জন হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুর বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। এমনকি বহির্রাজ্যে চিকিৎসার জন্য তাদের যাতায়াতের ব্যয়ভারও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা বহন করেছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

যোগেন্দ্রনগর সিপিআইএম পার্টি অফিসে ফের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর সিপিআইএম পার্টি অফিসে ফের হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।রাজ্যের শাসক দল বিজেপি যখন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে রাজ্যেও সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি। বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা ভাঙচুর এবং অফিসে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনা অব্যাহত রেখেছে। বৃহস্পতিবার রাতেও সিদাই মোহনপুর এলাকায় সিপিআইএম নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগরে সিপিআইএমের পার্টি অফিসে গতকাল রাতে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এনিয়ে যোগেন্দ্রনগর সিপিএম পার্টি অফিসে সাতবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য সমর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার আগরতলা পূর্ব থানায় ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। পূর্ব থানার ওসি সরোজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন কার্ফু চলাকালে কিভাবে পার্টি অফিসে এ ধরনের হামলা সংগঠিত হচ্ছে। পার্টি অফিসে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানানো হয়।সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য সমর চক্রবর্তী বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একদিকে বলছেন রাজ্যে কোন ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা নেই, অপরদিকে প্রতিদিন সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলা এবং দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর হামলা এবং বাড়িঘরে হামলা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে চলেছে। এ ধরনের কার্যকলাপকে দ্বিচারিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ডিএমকে-র প্রত্যাবর্তন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ এম কে স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ৭ মে (হি.স.): তামিলনাড়ুতে প্রত্যাবর্তন হয়েছে ডিএমকে-র। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা ছিল, সেই অপেক্ষাও শেষ হল। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ডিএমকে সভাপতি মুথুভেল করুণানিধি স্ট্যালিন। শুক্রবার সকালে রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে, এম কে স্ট্যালিনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিত। কোনও জাঁকজমক নয়, কোভিডের জন্য অনাড়ম্বর ছিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিতদের তালিকাও ছিল তুলনামূলক ছোট। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআইএডিএমকে নেতা ও পন্নীরসেলভম, কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম, এমডিএমকে প্রধান ভাইকো প্রমুখ।

এদিন স্ট্যালিন-সহ তাঁর দলের ৩৩ জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১৯ জন আগে মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৫ জন একেবারে নতুন মুখ। শপথ নেওয়া মন্ত্রীদের মধ্যে দু'জন মহিলাও রয়েছেন। তামিলনাড়ুর জলসম্পদ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিএমকে-র সাধারণ সম্পাদক দুরাই মুরুগানকে, মেডিক্যাল এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্বে চেন্নাইয়ের প্রাক্তন মেয়র মা সুব্রামানিয়ান, স্ট্যালিন পুত্র উদয়ননিধির ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত আনবিল মহেশ পওইয়ামোঝি স্কুল শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী হয়েছেন। আইন দফতর সামলাবেন এস রঘুপতি, ফুড ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হয়েছেন আর সাক্কারাপানি, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী হয়েছেন টি মানো, অর্থ ও মানব সম্পদ মন্ত্রকের দায়িত্বে পালানিভেল থিয়াগরাজান।

করোনা মোকাবিলায় রিলায়েন্সের হাত ধরে ভারতে আসছে ইজরায়েলি সংস্থা

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): ভারতের করোনা মোকাবিলায় কাজ করবে ইজরায়েলি সংস্থা 'ব্রেথ অফ হেল'। আম্বানীর রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উদ্যোগে ভারতে আসছে ইজরায়েলের একটি স্টার্ট আপ সংস্থার বিশেষজ্ঞ টিম। তাঁরা ভারতে এসে করোনা মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবেন পাশাপাশি দ্রুত করোনা চিহ্নিত করার জন্য 'কোভিড আইডেন্টিফিকেশন সলিউশন' মেশিন বসিয়ে দিয়ে যাবেন তাঁরা। এর জন্য রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার খরচ করতে হবে। এই কাজে ভারতে আসার জন্য ইতিমধ্যেই অনুমোদন পেয়েছে 'ব্রেথ অফ হেল' নামে ওই ইজরায়েলি সংস্থা।

করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে নাজেহাল অবস্থা গোটা দেশের। ভারতের মত এত বেশি জনসংখ্যার দেশে সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত সামাল দেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশেই করোনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম ইজরায়েল। জানা গিয়েছে, ইজরায়েল এমন একটি সিস্টেম তৈরি করেছেন যা একেবারে প্রাথমিক স্টেজেই করোনা আক্রান্তকে চিহ্নিত করতে পারবে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফলাফল পাওয়া যাবে ওই সিস্টেমের মাধ্যমে। আর সেই দেশ থেকেই বিশেষ মেশিন ও প্রশিক্ষিত লোকজনের টিম ভারতে নিয়ে আসছে আম্বানীর রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ । মুহূর্তের মধ্যেই করোনা সংক্রমণ ধরা পড়বে সেই মেশিনে। ইজরায়েলের একটি স্টার্ট আপ সংস্থা থেকে বিশেষজ্ঞদের একটি টিম ভারতে আনার আর্জি জানিয়েছে রিলায়েন্স। তাঁরা ভারতে এসে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। ১ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার খরচ হবে এই টিমকে আনতে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি দ্রুত করোনা চিহ্নিত করার জন্য 'কোভিড আইডেন্টিফিকেশন সলিউশন' মেশিন বসিয়ে দিয়ে যাবেন তাঁরা। ভারতে এই কাজে আসার জন্য ইতিমধ্যেই অনুমোদন পেয়েছে 'ব্রেথ অফ হেল' নামে ওই ইজরায়েলি সংস্থা।

ওই সংস্থার তৈরি 'কোভিড ১৯ ব্রেথ টেস্টিং সিস্টেম' পেতে গত জানুয়ারিতে দেড় কোটি ডলারের চুক্তি করেছে রিলায়েন্স। চুক্তি অনুযায়ী ওই সংস্থা থেকে কয়েক'শ সিস্টেম কিনবে রিলায়েন্স। মাসে ১ কোটি টাকা খরচে ওই সব মেশি এক মাসে কয়েক লক্ষ টেস্ট করতে পারবে। ইজরায়েলি ওই সংস্থা জানিয়েছে, তাদের ওই মেশিনে ৯৫ শতাংশ সঠিক তথ্য ধরা পড়ে।ইজরায়েলের দুটি হাসপাতালে এই মেশিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানো হয়েছে। তাতে ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত সঠিকভাবে ভাইরাস চিহ্নিত করা যাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

ইজরায়েলি সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ভারতে এসে পৌঁছেছে ওই সব মেশিন। এটি ভারতে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সপ্তাহ কয়েক আগেই এসেছে সেই মেশিন। ইজরায়েল থেকে টিম এসে ওই মেশিন বসানোর কাজ করবে। ভারতে করোনা নিয়ন্ত্রণের কাজে এই সিস্টেম বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে মনে করা হল।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের নানা কার্য্যক্রম রূপায়ণে উদ্যোগী কমলপুর নগর পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। স্বচ্ছ ভারত মিশনের নানা কার্য্যক্রম রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে কমলপুর নগর পঞ্চায়েত। চলছে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি আবর্জনার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ। কমলপুর নগর পঞ্চায়েত ধলাই জেলার তথা রাজ্যের প্রাচীনতম মহকুমাগুলোর মধ্যে অন্যতম।কমলপুরের মহকুমা সদর ও সংলগ্ন এলাকাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই নগর এলাকা। ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় নানা কর্মসূচী সার্থকতার সঙ্গে রূপায়ণ করে চলেছে এই নগর পঞ্চায়েত। স্বচ্ছতার ধারণা সহ সামাজিক কুসংস্কার বিরোধী ও মানবিক দায়বদ্ধতামূলক নানা ছবি ও বাণীতে ইতোমধ্যেই রাঙিয়ে তোলা হয়েছে নগর পঞ্চায়েতের আওতাধীন নানা সরকারি দফতরের দেওয়াল। এগারোটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই নগর পঞ্চায়েতের বাজারএলাকাগুলো সহ বিভিন্ন এলাকা পরিচ্ছন্ন করে রাখা, বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করা ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সেই আবর্জনা পৃথগীকরণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা থেকে জৈব সার তৈরির কাজে নিযুক্ত রয়েছেন বাহান্ন জন কর্মী। ফলে বিগত দিনের তুলনায় অনেকটাই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হয়েছে শহর কমলপুর। সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি আবর্জনার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুগম হয়েছে নগর পঞ্চায়েতের আয়ের পথও। এ ব্যাপারে নগর পঞ্চায়েতের বাস্তুকার দুলাল চন্দ্র ঘোষ বিস্তারিত তথ্য জানান। পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের রূপায়ণ এক অন্যমাত্রা পেয়েছে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে।

ধর্মনগরে মজদুর সংঘের উদ্যোগে ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানোর প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের তরফে ধর্মনগর শহরে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয়।পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের উত্তরজেলা সভাপতি সুব্রত রুদ্র পালের নেতৃত্বে ধর্মনগর শহরে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয়। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়।শুক্রবার ধর্মনগর মোটর স্ট্যান্ডস্থিত ভারতীয় মজদুর সংঘের উত্তর জেলা কার্যালয় থেকে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত করে বি এম এস। বি এম এসের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি সম্পর্কে উত্তর জেলা সভাপতি সুব্রত রুদ্র পাল জানানঃ-পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হচ্ছে তারই প্রতিবাদে এই ধিক্কার মিছিল।মিছিলটি ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টাউন মাঠে মিলিত হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।